রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের আধুনিকায়ন, না ধ্বংস সাধন?
পিপিপি'তে নয়, রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে পাটকল বহাল রাখ

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

আমাদের কথা

পাট আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি অর্থনীতির অংশ। পাট থেকে আয় করা বিদেশী মুদ্রার উপর অধিকার আদায়ের দাবি ছিল পাকিস্তান আমলের বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই পাটকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে ভারতে পাটপাচার, পাটের গুদামে আগুন লাগাবার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানী মালিকরা যে পাটকলগুলো ফেলে গিয়েছিল সেগুলোসহ সমস্ত পাটকলগুলোকে জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে পাটশিল্পকে এগিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেন। এক্ষেত্রে লাভালাভের বিষয়টা মুখ্য নয় বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। পঁচাত্তর পরবর্তীতে সামরিক শাসকরা বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়ায় বেশকিছু পাটকল ব্যক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেন–যার পরিণাম ছিল ঐ সকল মিলসম্পদের ভয়াবহ লুণ্ঠন ও সেগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। নব্বই উত্তরকালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে পাটশিল্পকে বিশ্বব্যাংকের ষড়যন্ত্রের অধীনস্ত করে তার বিনাশ সাধনে যে উদ্যোগ নেয় পাটশিল্প শ্রমিকদের লড়াই, জীবনদানের মধ্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। সংসদে ঐ প্রতিরোধকে আলোচনায় নিয়ে আসেন তৎকালীন সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন। আজকের প্রধানমন্ত্রী সেদিনের বিরোধীদল নেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে ঐ প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে ক্ষমতায় এসে তিনি বন্ধ পাটকল খুলে দেন। কিন্তু খালেদা জিয়ার বিএনপি-জামাত জোট সরকার এবার পাটশিল্পের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধনের জন্য শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের বিনিময়ে আদমজীর মত মিল বন্ধ করে দেয়। এতে তারা তাদের উল্লাস গোপন করেনি। আসলে একজন পাটশিল্পবিশারদ যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন সেটা ছিল 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক টু গোল্ডেন ফাইবার'। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই দুর্নীতি-দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে পাটখাতকে পুনরুজ্জীবনের জন্য বলিষ্ঠ সব পদক্ষেপ নেন। কিন্তু তারপরও পাটখাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অবসান হয়নি। অর্থমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলাদের বিমাতাসুলভ আচরণ, অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি ও বিজেএমসির আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিবাজ পরিচালনা সমস্ত পাটশিল্পকে লোকসানের খাদে ঠেলে দেয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই চিত্রটাই বারবার তুলে ধরা হয়। পাটশিল্পের আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণসহ পাটখাতের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার সকল উদ্যোগ ও প্রস্তাবকে গোপন করে আমলাতান্ত্রিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রয়াত্ব খাতের অবশিষ্ট পঁচিশটি পাটকলের শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের কারণে পাটশিল্পসহ সমস্ত পাটখাত, পাটের অর্থনীতির ধ্বংস সাধন হতে চলেছে। পাটকল বন্ধের সাথে পাটকলের আধুনিকায়নের জন্য পিপিপি-তে নিয়ে তা চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও তার কোন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে পাটখাতের ব্যক্তিমালিকরা পিপিপি'র প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বন্ধকৃত পাটকলসমূহ তাদের কাছে নিরানব্বই বছরের ইজারা দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

এর অর্থ সমস্ত পাটশিল্পকে ব্যক্তিমালিকানার হাতে তুলে দেয়া এবং সেটাই বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি পাটশিল্পের অবসায়িত শ্রমিক-কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়ে পাটশিল্প তথা পাটখাত রক্ষায় রাষ্ট্রয়াত্ব খাতে পাটকলসমূহ রেখে তার আধুনিকায়নের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছে। গত ১৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে জুম প্লাটফরমে এ বিষয়ে 'ওয়েব সেমিনার' মাধ্যমে অর্থনীতিবিদ, পাটখাত বিশেষজ্ঞ সামাজিক সংগঠন ও পাটশিল্প শ্রমিকদের মতামত গ্রহণ করেছে এবং তার ভিত্তিতে গত ২০ আগস্ট ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্মারকলিপিতে পাটশিল্প আধুনিকায়নের শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ তথা 'স্কপের' সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তাতে যুক্ত করেছে। এছাড়া জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনও তাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে। সবার জন্য এই পুস্তিকায় সেসব বক্তব্য ও লেখা সংযোজন করা হল। ওয়ার্কার্স পার্টি আশা করে এ সকল বক্তব্যের আলোকে সরকার তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন। একই সাথে পাট ও পাটশিল্প রক্ষায় সচেতন সকল মহল ও দেশবাসী সংগঠিতভাবে এ সকল দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হবেন। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি এ ব্যাপারে তার সর্বোচ্চ প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

বিনীত–

ফজলে হোসেন বাদশা

(ফজলে হোসেন বাদশা)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
২৬ আগস্ট, ২০২০।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৯৫৫৮৫৪৫

ই-মেইল : wpartymail@gmail.com, ওয়েব: www.wpbd71.org

২০ আগস্ট, ২০২০

স্মারকলিপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয় : রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলসমূহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে পাটকলসমূহ বহাল রেখে তার আধুনিকায়ন।

মান্যবরেষু,

১) যথাপূর্বক সম্মান প্রদর্শনত নিবেদন এই যে দেশবাসী অত্যন্ত দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে সরকার গত ২৮ জুন গণমাধ্যমে এক ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের অবশিষ্ট পাটকলসমূহ বন্ধ এবং ঐ সকল মিলে প্রায় ২৫০০০ স্থায়ী শ্রমিক, ২০০০০ বদলী ও ৬০০০ ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের কাজের অবসায়ন ঘটিয়েছে। সরকার একই সঙ্গে ঐ শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডসেক হিসাবে ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যার অর্ধেক নগদে ও অর্ধেক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে দেয়া হবে। তবে উল্লেখ্য যে এই টাকার মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া হপ্তাহ গ্রাচ্যুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড রয়েছে যা এখানে সমন্বয় করা হবে।

২) জানা যায় যে বিগত এক বছর ধরে অত্যন্ত গোপনে সরকারের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও তার আধুনিকায়নের উপায় হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের অবশিষ্ট পাটকলসমূহ বন্ধ করা ও পিপিপি'র মাধ্যমে ঐ সকল পাটকলসমূহ আধুনিকায়ন করে চালু করার প্রস্তাবনা পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আপনার কাছে হাজির করে। প্রস্তাবে এটাও বলা হয় যে, এই ব্যবস্থার ফলে যে সব শ্রমিক চাকুরি হারাবে তাদের নতুন ব্যবস্থায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনর্বহাল করা হবে। তবে কবে নাগাদ ও কি ভিত্তিতে এ সকল পাটকল পিপিপি'র মাধ্যমে পুনঃ চালু করা হবে তার কোন সময়সীমা বলা হয়নি।

৩) আমরা স্পষ্টভাবেই মনে করি সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত কেবল পাটশিল্পের জন্যই নয়; সমগ্র পাটখাতের জন্যও আত্মঘাতী। তার চেয়ে বড় কথা পাটকে মূল

ধরে পাকিস্তানী শাসকদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও স্বাধীনতাত্তরকালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পাটশিল্পের জাতীয়করণ, এরশাদ শাসনামলে কিছু পাটকল ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেয়ার এবং বিশেষ করে খালেদা জিয়ার শাসনে পাটখাত সংস্কারের নামে পাটশিল্প বন্ধ করে দেয়ার বিশ্বব্যাংকের চক্রান্তের বিরোধিতা, ১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৮ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের আমলে বন্ধ পাটকলগুলো খুলে দেয়া ও সর্বোপরী পাটশিল্প ডাইভারসিফিকেশন তথা বহুমুখীকরণের উদ্যোগ সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ও আপনার সরকারের সুদৃঢ় অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। একই সঙ্গে এ যাবত অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে আপনার দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও আওয়ামী লীগ, এগারদল, জাসদ, ন্যাপ তথা চৌদ্দদলের ঘোষিত অভিন্ন ন্যূনতম ২৩ দফা কর্মসূচির লঙ্ঘন।

৪) এ ক্ষেত্রে পাট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কোন আলোচনা বা মতামত গ্রহণের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত অবস্থান বলে আমরা মনে করি। অন্যদিকে বিষয়টি এমন এক সময় করা হয়েছে যখন আমাদের দেশসহ বিশ্ব এক ভয়াবহ মহামারী কভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) আক্রান্ত। দেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার। পাটকল শ্রমিকরা এখন সেই বেকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেন, যা সম্পূর্ণ অমানবিক। মহামারীতে সব দেশের মত এদেশের অর্থনীতিও যখন সংকটে তখন পাটকল শ্রমিকদের হাতে কিছু অর্থ ধরিয়ে তাদের সারাজীবনের পেশা পরিবর্তনে বাধ্য করা হচ্ছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিল।

৫) পাটকল বন্ধের যুক্তি হিসেবে পাটকলে অব্যাহত লোকসানের কথা বলা হয়েছে। সরকার হিসাব দিয়েছে, বিগত ৪৪ বছরে পাটশিল্পে লোকসানের পরিমাণ ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে টাকার অংকে প্রতিবছর লোকসান হয়েছে ২৩৮.৬৩ কোটি টাকা মাত্র। অথচ বিমান, রেল ও বিদ্যুৎসহ অন্যান্যখাতে প্রতিবছর যে ভর্তুকি দেয়া হয় তা এর চাইতেও কম নয়, বরং অনেক বেশী। এ কারণে এ সকল বন্ধ করে দেয়া হয়নি এবং করা উচিতও না। তবে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কুইকরেন্টাল বিদ্যুত কেন্দ্রকে অলস বসিয়ে রেখে প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকার যে গচ্চা দেয়া হয়েছে পাটকলের আগে সেসব বন্ধ করা যেত, কিন্তু হয়নি। এ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থের যে অপচয় হচ্ছে সে তুলনায় পাটশিল্পে গত ৫০ বছরের লোকসানের পরিমাণ গণনায় না আনাই বরং ন্যায়সঙ্গত হত।

৬) আর এই লোকসানের দায় শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দেয়াও আরও বেশী অন্যায় এ কারণে যে পাটশিল্পে লোকসানের ক্ষেত্রে সকল স্টাডিতেই দেখা যায় বিজেএমসি'র মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয়, বিজেএমসি পরিচালনায় পেশাদারিত্বের অনুপস্থিতি, যথাসময়ে পাট না কিনে মৌসুমের শেষে কয়েকগুণ বেশী দামে পাট কেনা, পাট কেনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও ব্যাংক কর্তৃক অর্থ ছাড় না করা, এবং

সর্বোপরি পাট কেনা-বিক্রিতে চূড়ান্ত দুর্নীতি এই লোকসানের কারণ। এরসাথে যুক্ত রয়েছে পাটকল মেশিনসমূহের আধুনিকায়ন না করা, প্রয়োজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ, ভুয়া শ্রমিকের জন্য অর্থব্যয় প্রভৃতি। কেবল তাই নয়, যখন সারা বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে সেখানে দাম নির্ধারণে স্বাধীনতা না থাকার কারণে প্রায় প্রতিটি মিলেই উৎপাদিত পণ্য অবিক্রিত থাকছে। এর দায় যেখানে বিজেএমসির উপর বর্তায় সেখানে সেই ব্যবস্থাপনা অটুট রেখে শ্রমিক অবসায়ন ভবিষ্যতে পাটশিল্পের ফিরে আসার পথে বাধা হয়ে থাকবে।

৭) পাটকল বন্ধ করার প্রেক্ষিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মলনে পাটমন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল শ্রমিকদের মজুরী ব্যক্তি মালিকানার চাইতে বেশী। শ্রমিকদের মজুরী কমিশন নির্ধারিত বেতন-ভাতা দিতে গিয়েই নাকি এই লোকসান গুণতে হচ্ছে। আপাদমস্তক ব্যবসায়ী মন্ত্রীর হয়ত জানা নেই যে মজুরি কমিশন শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের অর্জন। সর্বশেষ মজুরি কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে জাতীয় সংসদ জ্ঞাত। সুতরাং মন্ত্রী কর্তৃক তাকে দায়ী করার অর্থ সরকারের নীতি, পাটকল শ্রমিকদের সাথে '৯২ সালেই সরকারের চুক্তি ও সর্বোপরি জাতীয় সংসদের বিচার-বিবেচনা ও বুদ্ধিমত্তাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা। এটা সরকার পরিচালনার সাথে যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে করা কেবল অসঙ্গতই নয়, সরকারের নীতি ও কর্মের বিরোধিতা।

৮) তা'ছাড়া পাটশিল্পের লোকসান কমিয়ে আনার পাটশিল্পের আধুনিকায়নের জন্য মাত্র ১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের যে প্রস্তাব এক বছর আগেই সরকারের উচ্চ মহলে দেয়া হয়েছিল তাও আলোচনায় নেয়া হয়নি।

৯) এর পূর্ববর্তী সরকারের আমলে 'ডাইভারসিফিকেশন অব জুট প্রডাক্টস' নামে ৩০০০ কোটি টাকার যে প্রকল্পটি (যার ২৩০০ কোটি টাকা চীনা লোন ও ৭০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের) আপনার অনুমোদনের পর ডিপিপি প্রণীত হয়ে একনেকে উত্থাপনের অপেক্ষায় ছিল তাও গোপন করা হয়েছে। ঐ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পাটের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ প্রকল্পের প্রয়োজনে লাগত। ফলে দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য আরও অধিক জমিতে পাট চাষ উৎসাহিত হত।

১০) পাট কেবল পাটকলে ব্যবহৃত হয় তা নয় এর ব্যবহার বিবিধ। বস্তুত পাট হচ্ছে শতভাগ মূল্য সংযোজনকারী অর্থকরী ফসল যার প্রতিটি অংশই ব্যবহার যোগ্য। তার চেয়ে বড় কথা পাট পরিপূর্ণ পরিবেশে বান্ধব পণ্য এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর পাটখাতের উন্নয়ন সাধনের জন্য আপনারই উদ্যোগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কাজী খলিকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাট কমিশন গঠিত হয়েছিল। কমিশন সমগ্র পাটখাত উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছিল যা এখনও প্রাসঙ্গিক। ২০১০ সালে সরকার পণ্যে

-পাটজাত মোড়ক বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনে ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনিসহ ১৭টি পণ্যে বাধ্যতামূলক পাটের মোড়ক ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া ৯টি পণ্যে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, এসবের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ সঠিকভাবে মান্য করে না। তারপরও নতুন করে পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। পাটের উৎপাদনও আগের তুলনায় বেড়েছে। বেড়েছে পাটের দামও। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে, বেড়েছে রপ্তানিও। পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য বহুমুখী করার পদক্ষেপ নেয়ার কারণে পাটজাত পণ্যের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৪০টিতে।

১১) পাট গবেষণার ক্ষেত্রেও বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞানী ড. মকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিনম সিকোয়েন্স আবিষ্কার-যার ফলে আরও উন্নতমানের পাট চাষ সম্ভব হবে। বিজ্ঞানী ড. মুবারক খান পাট দ্বারা পরিবেশবান্ধব টিনও আবিষ্কার করেছেন- যে সব আপনার বিশেষভাবে জানা।

১২) এই অবস্থায় যখন পাটখাতের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে তখন রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের পাটকল বন্ধ করার ফলে ইতিমধ্যেই পাট চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। দেশের প্রায় ৫০ লাখ কৃষক পাট চাষের সাথে যুক্ত। পাটচাষ, পাটপ্রক্রিয়াকরণ, পাট দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরী ও বাণিজ্যে ৪ কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত। রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল বন্ধ করে দেয়ায় এই বিশাল সংখ্যক মানুষ কেবল অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বেসরকারি খাতের মিলগুলোর হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে।

১৩) রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল এভাবে বন্ধ করে দেয়ার ফলে বাংলাদেশে পাটজাত দ্রব্য যে আন্তর্জাতিক বাজার হারাবে তা আর সহজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে পাটকলের জন্য যে অভিজ্ঞ শ্রমিক গড়ে উঠেছিল তারাও হারিয়ে যাবে, তাদেরও ফিরে পাওয়া যাবে না।

১৪) (ক) সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে পাটকলসমূহ বহাল রেখে তার সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য গত ২৬/১২/২০১৯ তারিখ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সর্বসম্মতভাবে সরকাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিল তা বিবেচনা করে সেমত ব্যবস্থা গ্রহণ (শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রস্তাব সংযুক্ত)।

(খ) বিজেএমসিকে বিলুপ্ত করে মিলসমূহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট করা ও লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা করা;

(গ) প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত Diversified Jute Product প্রকল্প বাস্তবায়িত করা;

(ঘ) সরকারি ও বেসরকারি পাটকল উভয়ের পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) পাটচাষের এলাকা বৃদ্ধি, উন্নতমানের পাটচাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) পাটকলগুলো আধুনিকায়নের সময়কালে অবস্থিত শ্রমিকদের লে-অফ সুবিধা প্রদান করা;

(ছ) সর্বোপরি পাটকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করার- আহ্বান জানাচ্ছে।

১৫) বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আশা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার এযাবৎ কালের প্রতিশ্রুত অবস্থান অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বন্ধকৃত পাটকলগুলো উপরোক্ত সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে খুলে দিয়ে আধুনিকায়ন, পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সংরক্ষণ ও বিস্তৃতকরণ এবং পাট শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

ধন্যবাদসহ

(রাশেদ খান মেনন এমপি)
সভাপতি

(ফজলে হোসেন বাদশা এমপি)
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

‘রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের আধুনিকায়ন, না ধ্বংস সাধন? পাটখাত সুরক্ষায় ভাবনা ও করণীয় শির্ষক ওয়েবিনার’

গত ১৮ জুলাই, শনিবার ২০২০ সকাল ১০টায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটি সম্প্রতি ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ‘রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের আধুনিকায়ন, না ধ্বংস সাধন? পাটখাত সুরক্ষায় ভাবনা ও করণীয়’ শির্ষক ভার্চুয়াল এ্যাপ্স ZOOM-এ ওয়েবিনার (সেমিনার) আয়োজন করে। ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটির সভাপতি কমরেড রাশেদ খান মেনন। ওয়েবিনারে মূলপত্র উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা। ওয়েবিনারে আলোচকদের ভার্চুয়াল বক্তব্যের প্রতিলিপি করণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সভাপতির বক্তব্যের শুরুতে কমরেড রাশেদখান মেনন বলেন, আমরা আজকে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। বলতে পারেন যে পাট বিষয়টি আমাদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই পাট ও পাটপণ্যের অর্থ নিয়ে আমরা পাকিস্তান আমলে লড়াই করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে পাটশিল্প জাতীয়করণ হওয়ার পরও যখন পাট ভারতে পাচার হয়ে গেছে বা পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তখনো আমাদের পাট নিয়ে লড়াই করতে হয়েছে। আরও পরে সামরিক শাসনের সময় দেখেছি পাটশিল্প বেসরকারিকরণের নামে চলে গেছে ব্যক্তি মালিকদের হাতে। এবং পাট খাত হয়ে উঠেছে লুটপাটের আখড়া। ’৯০’র গণঅভ্যুত্থানের পরে পাটের উপর আঘাতটি আসে বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে। স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রামের নামে আমাদের পাট খাতের ধ্বংস করা হয়। আমি কথাটি এই জন্য তুললাম যে, আজকে পাট নিয়ে নিয়ে যিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি তখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন। তিনি তখন পাটশিল্প রক্ষায় বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের বিরোধী অবস্থানে ছিলেন। পাটশিল্প রক্ষায় আমরা সংসদে এবং সংসদের বাইরে সংগ্রাম করেছি। আমাদের প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা আবুল বাশার, হাফিজুর রহমান শহিদুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্দোলন করেছি। এই পাট শিল্প রক্ষায় তখন আমাদের সতেরজন শ্রমিককে জীবন দান করতে হয়েছে। বিএনপির ঐ শাসনামলে আরও বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের জীবন দানের ঘটনা ঘটছিল। এরপর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এসে পাটশিল্প পুনরুদ্ধার করলে ও তা কার্যকর হওয়ার আগেই বিএনপি আবার পাটের উপর আঘাত করে। আদমজী পাটকল বন্ধ করে দিয়ে তাদের উল্লাস এখনো আমাদের মনে পড়ে। তারা তাদের অন্যতম সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এই পাটকল বন্ধ করাকে। এমন কি তখকার বিরাষ্ট্রীয়করণ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছিলেন দেশকে অজগরের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। তারপর ২০০৮ এর নির্বাচনের পরে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো একবার পাটশিল্প রক্ষার উদ্যোগ হাতে নেন। পাটকলগুলো চালু করেন। কাজী

খলীকুজ্জামানকে প্রধান করে পাট কমিশনও গঠন করেন। যে কমিশনের একজন সদস্য খালেদ রব আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন।

পাট নিয়ে এই দীর্ঘ লড়াই চলেছে সরকারের ভেতরে এবং বাইরে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম একবছরের গোপন পরিকল্পনায় পাটকল বন্ধ করা হলো। এটা যে আমাদের জন্য কত বড় আঘাত, জাতীয় অর্থনীতির জন্য, আমাদের ঐতিহ্যের জন্য, আমাদের শিল্পের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এটি করা হলো এমন সময় যখন মহামারী কোভিড-১৯ আমাদের পুরোপুরি স্থবির করে রেখেছে তখন। মূলত এই সুযোগটি তারা কাজে লাগাল। তাই আমি মনে করি আমাদের সকলের এই বিষয়ে কথা বলা দরকার। তারই অংশ হিসেবে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনার।

আমি আজকের ওয়েবিনারের মূলপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফজলে হোসেন বাদশাকে।

❖ *মূল প্রবন্ধটি আলাদা করে ছাপা হয়েছে।*

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তাদের ভার্চুয়াল বক্তব্যের প্রতিলিপি হুবহু তুলে ধরা হলো

হাসানুল হক ইনু: সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন। ধন্যবাদ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টিকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য কমরেড ফজলে হোসেন বাদশাকে তার প্রবন্ধের জন্য। আমি এটি পড়েছি। খুবই সুলিখিত। পাট নিয়ে যারা আলোচনা করবেন, গবেষণা করবেন, তাদের কাজে লাগবে। আমি প্রথমেই বলতে চাই আমাদের পার্টি জাসদ পরিষ্কারভাবে পাটকল বন্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যখন আমরা শুনলাম সরকার ২৫টি পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি এটি আমাদের জন্য আত্মঘাতী, অযৌক্তিক এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক। এখন আমি প্রথম প্রশ্ন করতে চাই পাটের চাহিদা আছে কিনা? আমরা দেখছি সারাবিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এড়াতে পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতি গড়ে তুলছে। যেখানে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং পাটের চাহিদা আছে। দ্বিতীয়ত, পাট ও পাটজাত পণ্য বহুমুখীকরণের সুযোগ আছে কিনা? গবেষণা বলছে, এই পণ্যের বহুমুখীকরণের সুযোগ আছে। আজকের মূল পত্রেও সে কথা বলা আছে। অর্থাৎ এই সকল পণ্য বহুমুখীকরণ হলে তার বাজারও সম্প্রসারণ হবে। আর তিন নম্বর হলো পাটের যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ সম্ভব কিনা? সেটারও উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। পৃথিবীতে এমনকি বাংলাদেশে যে আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে তা দিয়ে পাটের পুরনো যন্ত্রগুলো বদলে দেয়া সম্ভব। তাছাড়া পাট অর্থনীতি শুধু মাঠের কৃষকের হাতে পাট চাষ আর পাটকলে পণ্য উৎপাদনই নয়। পাটচাষ থেকে প্রক্রিয়াজাত হয়ে তার বহুমুখী ব্যবহার হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হয় ফলে পাটের একটি স্বকীয় অর্থনীতি আছে। এবং আমরা যে বিদেশে আমাদের পণ্য রপ্তানি করি পাট তার

মধ্যে তিন নম্বর। ফলে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও পাট অন্যতম। অর্থাৎ পাটের আন্তর্জাতিক চাহিদা আছে।

এমন অবস্থায় সরকার যুক্তি দিচ্ছে পাটের আধুনিকায়ন দরকার আছে, ভর্তুকি দেয়া যায় না। কিন্তু আমরা আজকের প্রতিবেদনেই দেখছি ৪৪ বছর ধরে এখানে আমরা দশ হাজার পাঁচশ কোটি ভর্তুকি দিচ্ছি। অর্থাৎ মাসে গড়ে ২৩৮ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। এই ভর্তুকির প্রশ্নে যাবার আগে আমি দেখতে চাই এখানে সমালোচনাটি কি? দীর্ঘদিন ধরে একটি সমালোচনা আছে যে পাট কেনা বেচায় দুর্নীতি আছে আমরাও একমত, সরকারও একমত। পাট যখন কেনা হয় তখন পাটকলের হাতে টাকা থাকে না। অর্থাৎ পাট কেনায় গাফলতি আছে। পাট কল ব্যবস্থাপনা যে বিজেএমসি'র হাতে সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা আছে, দুর্নীতি আছে। এখন এই পাট কেনা-বেচা, যন্ত্রপাতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা এই সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় কিনা? সরকার সে সমাধানের পথে না গিয়ে হুট করে কেন ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দিলো? আধুনিকায়নের নামে বা পিপিপি'র নামে এই যে ব্যবস্থা সেখানে তো সরকার একটা পক্ষ থাকে, তাহলে সরকার নিজেই কেন আধুনিকায়নের সেই ব্যবস্থা করতে পারবে না। আমি এখানে পরিষ্কার করে বলতে চাই এই পিপিপি নামক পরীক্ষাটি বাদ দেন। ঐ পরীক্ষা বাদ দিয়ে বিজেএমসির কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক পদ্ধতির অবসান ঘটান। প্রত্যেকটি পাটকল কে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেন। পাটকলগুলোর একটি আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি চালু করেন এবং এই আধুনিকায়নে টাকা বরাদ্দ করেন। যেই টাকা দিয়ে আমরা শ্রমিকদের বিদায় করছি, তার ধারে কাছে টাকা বরাদ্দ করলে আমরা আধুনিক যন্ত্রপাতি আনতে পারবো। এভাবে প্রতিটি কারখানা ধরে ধরে আধুনিকায়ন করলে তাতে শ্রমিক ও থাকে, পাটকলও চালু থাকে এবং পাটের একটি নতুন দিগন্ত শুরু হোক। পাটকলগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হোক নিজেদের মতো আমদানি-রপ্তানি করতে। তাতে সরকারি কলগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হোক। আর প্রশাসনের মধ্যে একটি দুর্নীতিবাজ চক্র যারা সরকারি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে নিজেদের কবজায় নিতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করে সরকার এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুক সেই আহ্বান জানাই।

রাশেদ খান মেননঃ ধন্যবাদ জনাব হাসানুল হক ইনু আপনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রস্তাবনাসমূহের জন্য। এখন আহ্বান জানাচ্ছি অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশকে।

এম এম আকাশঃ ধন্যবাদ মেনন ভাই। আলোচনার প্রথমে আমাদের ঠিক করা দরকার পাটের ভবিষ্যৎ আছে কি নাই? সেটা ঠিক করার জন্য জানা দরকার পাটের বাজার আছে কিনা। আমরা যদি শুধু আভ্যন্তরীণ বাজারের কথাই বলি, তাহলে দেখবো চালসহ অন্যান্য যে কৃষিপণ্য আছে তা যদি আমরা পাটের বস্তায় গ্রহণ করি তাতেও এর বিশাল বাজার রয়েছে। আরেকটি কথা বহুমুখীকরণ। বহুমুখীকরণ বলতে আসলে

কি বুঝি? পাটের আমাদের ট্র্যাডিশনাল পণ্য হল (হেসান, ট্রাকিয়ান আর সিডিসি?)। অন্যদিকে বহুমুখী পণ্য যেগুলো এখনি বিজেএমসি উৎপাদন করে তা হল ইয়ার্ন, জিও জুট, বাস্কেট, ব্লাঙ্কেট, ম্যাট, টেপ, পাট পাতার চা, সোনালী ব্যাগ। আর বিজেএমসি উৎপাদিত পণ্য নয় এরকম পণ্য হল স্ট্রবর, পেপার টিউব, জুট প্লাস্টিক সামগ্রী এমন কি এখন শোনা যাচ্ছে গাড়ির ড্যাসবোর্ড পাট দিয়ে তৈরি করা যায়। এগুলো সব যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এটার একটি বিশাল সম্ভাবনা আছে। এটি কোনো সান সেট ইন্ডাস্ট্রি না। যদি তাই হয় তাহলে পাট আমাদের রাখতে হবে, এটা বন্ধ করার দরকার নেই। যেটা খালেদা জিয়া বা অন্যান্য আমলে বলা হয়েছিলো যে পাট আমরা রাখতে পারবো না, এটা চলে যাবে পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে। এই ধরনের সিদ্ধান্তের দরকার নেই। এর সাথে যদি যুক্ত করেন পাট বা সোনালী আঁশ দিয়ে আমাদের ব্রান্ডিং। এর সাথে যুক্ত করেন পাট একটি শ্রমঘন শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্প। যেখানে আমাদের প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। এর ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটি দেশেই থাকবে। এখানে এক কোটি টাকার পাট রপ্তানি করে আবার তিরিশ লাখ টাকার কাপড় আমদানি করা লাগবে না। ফলে পাট আমাদের অপরিসীম সম্ভাবনার জায়গা। ফলে এটিকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। এখন বিতর্ক হল কিভাবে রক্ষা করবো? যেমন সরকার এক্ষেত্রে বলেছে ফুটা পাত্রে পানি ঢালতে পারবো না। এই কথাটি ঠিক এই কারণে যে স্বাধীনতার পরে থেকে এই খাত আমরা অবিরাম লাভজনক করতে পারিনি। এটি কখনো লাভজনক আবার কখনো অলাভজনক হয়েছে। এমনকি ব্যক্তি মালিকানায় গিয়ে একই অবস্থা হয়েছে। তাহলে যেটা জরুরী তা হল আমরা কিভাবে এটাকে লাভজনক করবো। সেটি ব্যক্তি মালিকানায় দিয়েও হতে পারে। আবার সরকারি মালিকানায়ও হতে পারে। এখানে প্রথম পছন্দ হয়া উচিত সরকারি মালিকানা। কারণ বৃহৎ শিল্পের মালিকানা সরকারের হাতে থাকলে তা দিয়ে আমরা শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারি। আর ব্যক্তির হাতে গেলে তা মূলত অল্প কিছু মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ চলে যায়। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বলে তাতে ২২/২৩ সম্পদশালী পরিবার তৈরি হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের লাভ হয় না। কল্যান রাষ্ট্র তৈরি হয় না। যেমন গতকালই আমি করিম জুট মিলের একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করলাম তোমাদের মিলের কি অবস্থা? সে জানালো ৫% লস হয়। আমি বললাম যদি এই ৫% ভাগ ভর্তুকি দেয়া হয়? সে বললো ভর্তুকি লাগবে না। শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি পেলে আর মাথামোটা বিজেএমসি না থাকলেই তারা চলতে পারবে। অর্থাৎ একটা সেক্টর চালাতে গেলে তার একজন সুপারিন্টেনডেন্ট, একজন ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যানেজার এরকম চার পাঁচজন লোক লাগে যাদের প্রত্যেকের বেতন প্রায় গড়ে লাখ টাকা অর্থাৎ প্রতিমাসে এদের জন্যই ৫ লাখ টাকা লাগে যেখানে তাদের কাজ একজন লোক দিয়েও সম্ভব। তাই তার প্রথম পরামর্শ হলো শ্রমিক ছাড়া ব্যবস্থাপনার যে কাজ যতটুকু না হলে নয় তাই করতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটি বললো মেশিনটা বদলানো গেলে এখন একজন

শ্রমিক যে উৎপাদন করে তার তিনগুণ করতে পারবে। এখন চায়না থেকে আমরা যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি আনতে পারি তাহলে এক লাফে আমাদের উৎপাদন তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব। যদিও ওয়েজ কমিশনের জন্য আমাদের শ্রমিকদের বেতনও বেড়েছে। বিজেএমসির মতে আগে যা ১৫০০০ টাকা ছিল এখন ২৫০০০ টাকার মত আছে। কিন্তু উৎপাদন যদি তিনগুন বাড়ানো যায় তাহলে এটি কোনো সমস্যা নয়। উৎপাদন বাড়লে মুনাফাও বাড়বে তাতে শ্রমিকের বেতনও বেশি দেয়া যায়। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে যেটি সম্ভব। আবার পণ্য উৎপাদন তিনগুণ বাড়লে আপনার কাঁচা পাট তিন গুণ লাগবে। কিন্তু তখন আপনি পাট কিনতে যদি দুর্নীতি করেন অথবা জুলাই-আগস্ট মাসে পাট কেনার সময় টাকা না দেন তাহলে ডিসেম্বর মাসে পাট কিনে তো লাভ হবে না, ক্ষতি হবেই। দুর্নীতি, মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি আর মাথাভারী প্রশাসন রেখে চলবে না। তাহলে পদ্ধতি কি? ইনু ভাই যেটা বললেন, প্রত্যেকটি পাট কল যদি সেপারেট এন্টারপ্রাইজ হয় তাহলে তার সাথে আমরা যদি একটি পারফরম্যান্স কন্ট্রাক্টে যাওয়া যায় যে তাকে আধুনিকায়নের জন্য একটি বরাদ্দ দেয়া হলো। সেই পাটকলটি সরকারকে মুনাফা দিবে। এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের টাকা তারা ফেরত দিবে। এভাবে অন্তত ৫-১০ টি পাট কল নিয়ে পরীক্ষামূলক শুরু করে মুনাফা বের করা গেলে ধাপে ধাপে অন্যান্য কলের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হতো। এবং পাটকলগুলোর যেহেতু অনেক জায়গা আছে, পরবর্তী ধাপে তার বহুমুখী পণ্য নিয়ে কাজ করতে পারতো। এমন একটা আশা নিয়েই সরকার কাজ করবে তাই আশা ছিলো। সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পাট নিয়ে আশার কথাও শুনিয়েছিলো। পাট নিয়ে বিএনপিকে অনেক নিন্দা করেছে। শেখ হাসিনা পাট বছরও ঘোষণা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বিশ্বব্যাংক যখন প্রথম আদমজি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব দেয় তখন সেটি লাভজনক ছিল বিধায় জিয়াউর রহমানও কিন্তু রাজি হয়নি। একটি প্রাগমেটিক জায়গা থেকেই তিনি জাতীয় খাতে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাইফুর রহমানসহ অন্যরা এবং খালেদা জিয়া সেখান থেকে সরে আসে। হাসিনা সরকার প্রথমে এসে প্রাগমেটিকভাবে পাটকে লাভজনক করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমার ধারণা এই করোনা পরিস্থিতিতে এসে তিনি একটি বাজেট ক্রাইসিসে পড়ে গেছেন। যেখানে তাকে বুদ্ধি দেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংককে সন্তুষ্ট করতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে। হয়তো এমন একটা সরল বুঝ থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর যারা তাকে এই বুদ্ধিটা দিয়েছে তাদের মতলব কি। কলগুলো বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকরা যে গড়ে প্রায় ২৫০০০ টাকা পেত সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রাইভেট মালিকরা ৫/৬ হাজার টাকায় শ্রমিক পাবে, যাতে তাদের মুনাফা হতে পারে। আবার বর্তমান শ্রমিক রেখে বা নতুন যন্ত্রপাতি এনে লাভজনক করার জন্য বিনিয়োগ সেটা তারা করবেনা। সেক্ষেত্রে জমি বন্ধক রেখে ব্যাংক লোন নিয়ে অন্য খাতে বিনিয়োগ করবে বা টাকা পাচার করবে। টাকার অপব্যবহার করবে।

আরেকটি কথা পিপিপি তো পাবলিক- প্রাইভেট পার্টনারশিপ। এটিতো পাবলিক-

পাবলিক পার্টনারশিপও হতে পারে। যেমন আমাদের সংবিধানে আছে তিনটি ধারণা। সরকারি মালিকানা, যৌথ মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাকে কম্প্রোমাইজ করে আমরা সরকারি ও যৌথ মালিকানায় সমবায়ের ভিত্তিতে কোনো উদ্যোগ নিতে পারতাম। অথবা বিশেষ করে এই খাতে আমরা একটি কার্যকরি উদ্যোগ নিতে পারতাম যেমন ধরন চায়নাকে যদি আমরা বলতাম তোমাদের কর্পোরেশন আর আমাদের কর্পোরেশেন যৌথভাবে এই খাতকে আধুনিকায়ন করবো। বস্তুত চায়না এর আগে এই প্রস্তাব দিয়েছিলো যে যৌথ ভাবে আধুনিকায়নের পর ৬০% পণ্য তারা তাদের বাজারেই নিবে আমাদের কাছ থেকে। বাকি ৪০% থাকতো আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য। যদি এটি হতো তাহলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে আমাদের শ্রমিকদের বিদায় করতো হতো না। বরং আমরা একটা ভাইব্রেন্ট পাটখাত পেতাম।

কিন্তু এই সকল যুক্তি উপেক্ষা করে বিকল্প চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেয়া হল তাতে যে ক্ষতি হবে, আমাদের এই শ্রমিকরা বেকার হবে। যদিও তাকে টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে কিন্তু এই টাকা তো সে একসাথে পাবে না। আর এত অল্প পুঁজি দিয়ে সে কোনো ব্যবসা করতে গেলেও পুঁজিবাদে যা হয় তার এই স্বল্প পুঁজি পরাজিত হয়ে সর্বশান্ত হবে। শ্রমিকদের মধ্যে যাদের হয়তো তিরিশ বা কাছাকাছি কাজের বয়স তারা হয়তো ভালো পরিমাণ টাকা পাবে। কিন্তু যাদের কাজের বয়স ১০ বছর বা তারও কম অথবা যারা ক্যজুয়াল শ্রমিক (এদের সংখ্যাই বেশি) তারা তো দরিদ্র হয়ে যাবে।

এই সকল দিক বিবেচনায় সরকারের হাতে রেখেই আধুনিক যন্ত্রপাতি এনে, প্রশাসনের ভার কমিয়ে পাটখাতকে লাভজনক করা যায়। যাতে আমাদের কৃষিও উপকৃত হবে। যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি ও ইতিহাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সকলকে ধন্যবাদ।

সভাপতি: ধন্যবাদ এম এম আকাশ। পাট খাতের শ্রমিক, উৎপাদন, পাট অর্থনীতি বিষয়ক গুরত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য। এখন আহ্বান জানাচ্ছি পাট কমিশনের সাবেক সদস্য। জাতীয় কর্পোরেশন ও আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পাট সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জনাব খালেদ রবকে।

খালেদ রব: বিজেএমসির তত্ত্বাবধানে এতগুলো পাটকল বন্ধ হয়ে গেলো। যেহেতু সরকারের অংশীদার হিসেবে আপনাদের সাথে বা অন্য কোনো দলের সাথে আলোচনা করে এটি করেনি। ফলে আমি এটিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মনে করি না। এটি বৈষয়িক সিদ্ধান্ত। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার পাকিস্তান আমল থেকে এখন পর্যন্ত পাট খুব একটা লাভজনক ছিলো না। তবু এটা চালু রাখা হয়েছে। আর এই প্রতিবেদনে আমরা যেটি দেখি গত ৪৪ বছরে যে ক্ষতির চিত্র দেখি তাতে এটি হুট করে বন্ধ করার যুক্তি দেখি না। তবে এখন বন্ধ হয়ে গেছে। পরে আধুনিকায়ন করা হবে, বহুমুখীকরণ হবে ইত্যাদি। আমার প্রথম কথা হল এখন এই মাঝখানের সময়ে কি হবে সেটি আসল কথা?

আমি মনে করেছিলাম এক সাথে কিছু পাট কল চালু রেখে অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এভাবে হুট করে সব কল এক সাথে বন্ধ করে দিলে আমাদের পাটের যে আন্তর্জাতিক বাজার তার কি হবে? তা থাকবে কি না আমার সন্দেহ। বিজেএমসির তথ্যমতে তারা ১৭-১৮ অর্থবছরে ৮৬ হাজার টন; ১৬-১৭তে ৮৮ হাজার টন; ১৫-১৬তে ৮৫ হাজার টন; ১৪-১৫ তে ১লাখ হাজার টন পাট রপ্তানি করেছে। তাহলে এখন আমরা এই রপ্তানি আয়টা কোথায় পাবো। আর যা আছে সেগুলো প্রাইভেট। আমাদের প্রাইভেট জুট মিল গুলো ও তো খুব ভাইব্রেন্ট না। মিলের নাম গুলআহম্মদ। এছাড়া আদমজীর যন্ত্রপাতি নিয়ে গড়ে উঠা ছোট ছোট অনেক মিল আছে বিশেষত উত্তরবঙ্গে যেগুলো মূলত স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটায়। এখন সবচেয়ে জরুরী হলো যে বাজার আছে তা নিয়ে চিন্তা করা। বাজারে একবার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে সে বাজার কিন্তু আর ফেরে না। তাই আমি মনে করি কিছু মিল চালু রেখে বাজারটাকে ধরে রাখা। এক্ষেত্রে আপনি জোন ভাগ করে নিতে পারেন যেমন খুলনা জোন বা কক্সবাজার জোন এমন করে। আর তাছাড়া এম এম আকাশ, হাসানুল হক ইনু, বা ফজলে হোসেন বাদশার যে পরামর্শ এগুলো নিয়ে আমার আপত্তি নেই। এগুলো তো ভবিষ্যতের সময় সাপেক্ষ কাজ।

আরেকটি কথা হল এভাবে হুট করে বন্ধ করে দিয়ে ক্ষতি হল কার? বরং ক্ষতি তো শ্রমিকের। বিজেএমসির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কিন্তু এখনো আছে। এটা তো হতে পারে না। আর দেখবেন গোল্ডেন হ্যান্ডশেক যারা পাবেন তারা কিন্তু ফিরবে না। সমাজের সাথে মিশে গিয়ে ছোট কিছু করে চলবেন। কিন্তু আমি জানি পাটকলের জন্য একজন শ্রমিককে তৈরি করতে কম করে হলেও ৭/৮ বছর সময় লাগে। আমার নিজের লিজ নেয়া একটি মিলের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি কেয়ারটেকার সরকার যখন গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিল তার মধ্যে আমরা পড়ে গেলাম। আমাদের ৪০ ভাগ শ্রমিক হারিয়ে গেলো। আর মাইগ্রেটরি শ্রমিক অর্থাৎ যারা নোয়াখালীর কিন্তু কাজ করে হয়তো কক্সবাজারে এমন শ্রমিকরাও ফিরে আসে কম।

প্রশ্ন হলো এখন করা যাবে কি? আমি দুটো প্রস্তাব রাখছি এখানে। এক হলো কিছু মিল নির্দিষ্ট করতে হবে। যাদের কিছু চাহিদা আছে,কন্ট্রাক্ট আছে, কাজ চালিয়ে নিতে তাদেরকে প্রয়োজনে বিজেএমসি থেকে আলাদা করে দেন। বাকি মিলগুলো বিএমআরি করে দেন। আর তা করতে তো সময় লাগবে। তার মধ্যে কার সময়টা জরুরী। এখন যদি একটি ভাইব্রেন্ট প্রাইভেট সেক্টর থাকতো, তারা হয়তো কাজ চালিয়ে নিতে পারতো। দুই নম্বর হলো একটি পলিটিক্যাল গোষ্ঠী সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এই কথা গুলো বলা। তারপরে আস্তে আস্তে আজকের প্রবন্ধের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ধন্যবাদ সকল কে।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ জনাব খালেদ রব। তিনি ঠিকই বলেছেন বাজার চলে গেলে ফিরে পাওয়া যায় না। ইরাক যুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি। আর প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা

করার যে পরামর্শ দিলেন তা আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানের একটি পথ হতে পারে। এখন আহ্বান জানাচ্ছি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলামকে।

মইনুল ইসলাম: আজকের প্রবন্ধটি আমি পড়েছি, গভীরভাবেই পড়েছি। এখানে একটি কথা আমাদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার পিপিপি কথাটা বলা হচ্ছে ধূম্রজাল সৃষ্টি করার জন্য। আসলে প্রাইভেটাইজেশন করা হয়ে গেছে। যদিও প্রবন্ধে আমলাদের একবছরের একটি ব্যকগ্রাউন্ড পেপারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার কোনো ব্যকগ্রাউন্ড পেপারের কথা সামনে আনেনি। বরং তারা আড়াল রেখে প্রাইভেটাইজেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর যে সমস্যা পেপারে এসেছে তার মধ্যে একটি প্রযুক্তিগত। যেমন আমিন জুট মিলে স্থাপিত হয় ১৯৫০ সালে। কিন্তু এখানে এখনো ১৯১৫ সালের যন্ত্রপাতি ও আছে। অনেক পাটকলের জন্য এগুলো বাস্তব সমস্যা। ৬০/৭০ বছরের এই যন্ত্রপাতি গুলো একবারে খলনোলচে না পাল্টালে আর আধুনিকায়ন সম্ভব না। তবে আমার সন্দেহ হলো কলগুলোর যে জমিজেরাত আছে, ভৌত অবকাঠামো আছে তা দেখিয়ে ঐ ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ইদানিং যেভাবে পাচার হচ্ছে তাই করে কি না। কারণ সত্যি যদি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ব্যাপারে আগ্রহ থাকতো তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারের ভিত্তিতে একটি পাইলট প্রকল্প করে সেটা লাভজনক করে মুনাফা দেখিয়ে তারপর অন্যগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতো। আমি আশা করেছিলাম কাজী খলিকুজ্জামানকে চেয়ারম্যান করে কমিশন করা হয়েছিলো তাদের বিস্তারিত প্রতিবেদন বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে যুক্ত করা হবে। এবং মেনন ভাই ও বাদশাকে অনুরোধ করবো পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে তাদের পাটকল গুলোকে লাভজনক করেছে,কিভাবে চলছে, বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। আরেকটি বিষয় যেটি অবশ্য মেনন বললেন ১৪ দলীয় সরকারের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের কিছু জানানো হয়নি। আমার মনে হয় ১৪ দলের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে এবং বাম-প্রগতিশীল শক্তিকে তারা আমলে নিচ্ছে না। আমরা জানি প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্যবিষয়ক উপদেষ্টাকে, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাই আমার মনে এই সিদ্ধান্তের আকর্ষণ মূলত এই জমি-জেরাতগুলো দখল করা।

অন্যদিকে আমরা সবাই মানি ১০৫ বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি দিয়ে এগুলো চালানো সম্ভব না, প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, সক্ষমতার তুলনায় স্বল্প উৎপাদন এই সমস্যা রয়েছে। আবার বলা হয় প্রায় ২৪০ টি পাট পণ্য উদ্ভাবন হয়েছে। এগুলো সরকারি পাটকলে উৎপাদিত হয় কিনা তাও ভাবা দরকার। আবার বর্তমানে যে ৬২ লাখ বেল পাট কেনা হচ্ছে তার মধ্যে বিজেএমসি কিনে মাত্র ১২ লাখ বেল, বাকী ৫০ লাখ বেল কিন্তু কেনে প্রাইভেট সেক্টর। যেহেতু ভারতের ফলে প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ এর মধ্যে একটা গ্যাপ যে থাকছে তা আরো বেড়ে গেলে সময়ের প্রয়োজনে ঠিক করার সময় থাকবে বলে আমি মনে করিনা। তাই এটাকে আমি একটি ধূম্রজাল বলছি।

এখন আমি ওয়ার্কার্স পার্টিকে অনুরোধ করবো প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা যে কথা উঠেছে তাতে এই প্রবন্ধের সাথে খলিকুজ্জামান কমিশন কি বলছে ভেতর থেকে যুক্ত করা বা পশ্চিম বঙ্গের অভিজ্ঞতা বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সহ যুক্ত করা যেতে পারে। আবার এম এম আকাশ যে কথা বলেছেন চীনের থকে এমন কোনো প্রস্তাব যদি আমাদের থাকে তাহলে পিপিপি ছাড়াও গভঃ টু গভঃ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা চীনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই খাতকে শক্তিশালী করতে পারি। অন্যদিকে আমি যতটুকু জানি যুক্তরাষ্ট্রের মুল পাট কেন্দ্র ডালটন সহ পৃথিবীর অনেক দেশ পাট খাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

সব মিলিয়ে দুটো বিষয়কে আলাদা ভাবে মনে রাখতে হবে এক অভিজ্ঞ শ্রমিককে ঘরে পাঠানো। অন্যদিকে পাটকলের জমি-জেরাত, যন্ত্রপাতিগুলো বেসরকারি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো বেহাত করে দেয় কিনা। আর পাটের মত একটি গুরুত্বপুর্ণ যার ব্যাকওয়ার্ড ও ফরয়ার্ড লিঙ্কেজ আছে। গ্রামের একজন কৃষক তার স্ত্রীর জন্য একটি শাড়ী কিনতে পারবেন কিনা তা পাটের উপর নির্ভর করে। এমন একটি শিল্প কে চট করে বন্ধ করে দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে তাতে যদি পাটের বাজারে ধ্বস নামে তাতে কারা লাভবান হবে এই বিষয়গুলো ভাবতে হবে। আমিও মনে করি না বিজেএমসির দ্বারা পাটকে আবার লাভবান করা যাবে। তবে বিকল্প না ভেবে এভাবে বন্ধ করে দিয়ে গরিবের পেটে লাথি মারা উচিত না। এই বর্তমান সরকারই '৯৬ সালে এসে বন্ধ পাটকল চালুর সিদ্ধান্ত নিলো তাদের কেন এখন সরকারি মালিকানায় অনাগ্রহ তা ভাবা দরকরা। এজন্য আমি বলি একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করুন। লাভজনক করা যায় জনগণের কাছে প্রমাণ করুন। বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম যে জিনোম আবিষ্কার করলো তার কোনো সুফল আমরা পেলাম না শুধুমাত্র ফলোআপ না থাকায়।

আপনাদেরকে বলবো যেহেতু আপনারা সরকারের শরিক আছেন। সরকারের শীর্ষস্থানীয়দের সাথে আলোচনা করুন। এই প্রবন্ধে যে ১০০০ কোটি টাকার কথা বলেছেন কিভাবে ব্যবহার হতে পারে এবং তথ্য সংগ্রহ করে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করুন।

১৪ দল থাকতে, মহাজোট থাকতে এই করোনার মধ্যে কারো সাথে আলোচনা না করে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হলো। আর লোকসানের যে কথা বলা হচ্ছে তারচেয়ে চারগুনণ লোকসান ঐ কুইক রেন্টাল প্রকল্পে হচ্ছে। যেটি আরও অনেক আগেই বন্ধ করার কথা ছিলো। ২৫০ ব্যক্তির যে কথা আমরা জানি যাদের প্রত্যেকের সম্পদের পরিমাণ ৫০ মিলিয়ন ডলারের উপর। যারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে। ঋণখেলাপি হয়ে তারাই আমাদের ব্যাংক খাতকে প্রায় ধ্বংস করেছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের এই পাটকল গুলোর জমিজেরাত আর ভৌত কাঠামোর লোভ করে এই খাত টিকে ধ্বংস করার পায়তারা করছে কিনা এমন সন্দেহ আর বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়। তাই এই বিষয়ে আরও সংলাপ-আলাপ করে, বা যেমন করে অভিজ্ঞ খালেদ রব বললেন অপেক্ষাকৃত সক্ষম পাটকল দিয়ে পরীক্ষা করে পরবর্তীতে বিকল্প ভাবা হবে সে আহ্বান জানাই।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ মইনুল ইসলামকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও কতগুলো জরুরী প্রশ্ন উপস্থাপনের জন্য। এখন বলবেন বর্ষীয়ান জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য।

পঙ্কজ ভট্টাচার্যঃ ধন্যবাদ সভাপতি। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশাকে অভিনন্দন তার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধের জন। বিশেষজ্ঞ আলোচক যারা আছেন সবার আলোচনা শুনলাম। আমি একজন মেঠোকর্মী। আজ এমন একটি সময় আমরা পার করছি যখন করোনার দাপটে আমরা কোণঠাসা। রাজনীতিও কোণঠাসা। এমন অস্থির সময়ে কিভাবে এই বিষয়টা প্রতিবাদ করবো তা আমার মাথায় ঢুকছে না। সরকার ২৫টা পাটকল বন্ধ ঘোষণা করেছে, যা বজ্রপাততুল্য। দশ হাজার কোটি টাকা লোকসানের অজুহাত তুলে। লোকাসানের কথায় আমার সায় নাই। তবে শ্রমিক নেতা আবুল বাশার বলতেন সত্যটা হচ্ছে দুর্নীতি, শহিদুল্লাহ ভাইও তাই বলেন। সত্যটা হচ্ছে সময়মত পাট না কেনা, দুর্নীতি, মাথাভারী প্রশাসন, বরাদ্দ না থাকা ইত্যাদি। ১৭ বছর আগেই বিএনপি বিশ্বব্যাংকের হুকুমে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধ করে দেয়। বলেছিলো আধুনিকায়ন হবে। পরিণামে দেখলাম ২৫ একর জমির উপর হাউজিং হয়েছে। আওয়ামীলীগ সরকার তখন এটিকে গনবিরোধী আখ্যা দিয়েছিলো। বর্তমান সরকার ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দিয়েছে। তদস্থলে পিপিপির মুলা ঝুলিয়ে আওয়ামীলীগ কি গণবিরোধী অভিধা থেকে মুক্তি পাবে? সরকারি পাটকল বন্ধ বিশ্বব্যাংকের ফরমায়েশে, সেটা কেন আমরা স্পষ্ট করি না। ২৫টি পাটকল বন্ধ হলে তার স্থানে পিপিপির প্রতিশ্রুতি পেলাম। পিপিপির হালচাল বোদ্ধা মাত্রই জানেন। ৫৬টি পিপিপি'র একটির অবস্থাও ভাল নয়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পর্যটন সব খাতের অবস্থাই দেখলাম। নয়া পিপিপি কি দিবে? পাটের বৈশ্বিক প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। বেড়েছে বহুমুখী ব্যবহার। পরিবেশ সচেতনতা বেড়েছে। ইউরোপের ২৮টি দেশ পলিথিন, সিনথেটিক নিষিদ্ধ করেছে। সারা দুনিয়ায় ৫০০০ কোটি পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৪৭-৪৮ সনে পাট খাতে দুনিয়ার ৮০ ভাগ চাহিদা মেটাত। বর্তমানে কি পাঁচ ভাগ চাহিদা মেটাতে পারি না? তা কি অসম্ভব,অযৌক্তিক? এই অক্ষমতা মেনে নিতে পারি না। শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে বলেছে ১২শ কোটি টাকা দিন, ২৫টি পাটকল আধুনিকায়ন সম্ভব। গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের তিন ভাগের এক ভাগ টাকা ব্যয় হবে বাকিটা সাশ্রয় হবে। এই প্রশ্নের জবাব আদায় করে নিতে হবে। সরকারি পাটকলের ১০ হাজার কোটি টাকার লোকসান নিয়ে হৈচৈ আর বচনের ঘাটতি নেই। প্রশ্ন কি করা উচিত নয় ২৫ হাজার শ্রমিকের জন্য সাড়ে তিন হাজার রাজ কর্মচারি কেন? সময় মত পাট না কিনে, পাট কেনার সময় অর্থ ছাড় করা হয় না কথাটি কি সঠিক নয়? পেশাদারিত্ব, দক্ষতার অভাব তো আছেই। পাটের বহুমুখীন ব্যবহার নিয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ১১০ ধরনের পাটের সুতা আবিষ্কার করেছে। আর বাংলাদেশ মাত্র সাতটি নিয়েই বসে আছে। লোকসানের কারণে পাটকল

বন্ধ হবে। আর দেশের সম্পদ ডাকাতি করে নিয়ে যাবে। ৪৫ হাজার কোটি টাকা তারা মেরে দিয়েছে। রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের ভর্তুকি দেয়া হবে ৬২ হাজার কোটি টাকা। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাবে তার কোনো বিহিত হবে না সুরাহা হবে না। অথচ বলা হচ্ছে পাটের ভবিষ্যৎ নেই। অথচ পাট ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ নেই তা এক অকাট্য সত্য। সমগ্র পাকিস্তান আমল জুড়ে পাটের জাতীয়করণ, ন্যায্যমূল্য ও পাট নিয়ে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের মর্মবাণী হিসেবে যে লড়াই সংগ্রাম, যে অস্ত্রধারণ তা কি ভুলে যেতে পারি। বাংলার ঐতিহ্য পাটশিল্প রক্ষা মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে উঠেছিল তা ভুলি কি করে? পাটের টাকা কেড়ে নিয়ে ইসলামাবাদের শান-শওকত আর পাকিস্থানের ২২ পরিবারের সম্পদের স্ফীতি তা ভুলার কথা নয়। তাই আহ্বান করি পাট বাঁচাও, বাংলার ঐতিহ্য বাঁচাও। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার অপর নাম পাটশিল্প সুরক্ষা এই মর্মবাণী ত্যাগ করতে বলবেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা পুনর্বিবেচনা করুন। ১৪ দলের সাথে বৈঠক করুন, অপরাপর স্টেকহোল্ডারদের সাথে বৈঠক করুন, পরিষ্কার পরিকল্পনার কথা বলুন। এখনো পর্যালোচনার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি এবং তা করা উচিত। ২১ দফা, ৬ দফা, ১১ দফা ও দেশের সংবিধানে বর্ণিত পথে চলুন। পাট বাঁচাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অনুসারীরা এগিয়ে আসুন। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সূচনা করি। প্রথমে সরকারের সাথে আলোচনা অন্যথায় আন্দোলন। এছাড়া আর বিকল্প নাই যদিও পরিস্থিতি সহায়ক নয়। ধন্যবাদ আপনাদের।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সরকারের সাথে আলোচনায় না হলে আন্দোলনের কথা বলেছেন। সময় অনুকূলে না হলেও সময় বসে থাকবে না। জাতীয় ঐতিহ্য আর অস্তিত্ব রক্ষার এই প্রেক্ষিতে এখন কথা বলবেন শহিদুল্লাহ চৌধুরী। যিনি- আবুল বাশার, হাফিজ ভূইয়া পাটের বিরাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এখন বয়স হলেও আমি জানি তার কতখানি জ্বালা এই পাট নিয়ে। আমরা তার অভিজ্ঞতার কথা শুনবো।

শহিদুল্লাহ চৌধুরীঃ সবাইকে সালাম জানাই। আমি খুব বিব্রত বস্থায় আছি। প্রথমেই একটি খারাপ কথা দিয়ে শুরু করি। ২০০২ সালে যখন আদমজী বন্ধ করা হয় তার ৫ দিন পর মতিউর রহমান নিজামি বলেছিলো আদমজী জুট মিল বন্ধ করা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের একটি বিরাট সাফল্য। এরকম একটি পরিস্থিতিতে আজকে যদি এমন শুনি যে বর্তমান পাটমন্ত্রী বিএনপিকে বলে আরে তোমরা একটা পাটকল বন্ধ করছিলা, আমরা দেখ এক সাথে ২৫টি পাটকল বন্ধ কইরা দিলাম। যাই হোক আমি আজকের প্রবন্ধের একটু সমালোচনা করি। এখানে তথ্যের একটু গড়মিল আছে। আপটুডেট তথ্য সব আসে নাই। সব তো আমাদের হাতের মধ্যেই ছিলো। তারপরও এটি একটি ভাল কি-নোট হয়েছে। আমি এখানে বক্তৃতা করবো না। দু' একটা উদাহরণ

দেই যে আমাদের মূল সমস্যা কোথায়। আমরা সরকারকে বলেছি আমাদের একটা তাত ১৬ ঘণ্টা চালাইতে ৫ জন শ্রমিক লাগে। ৩০০ দিন যদি চালাই ৫ জন শ্রমিক মেশিনে উৎপাদন ক্ষমতা হইলো ১৬ টন। বাস্তবে আমরা এখন আরো কম পাচ্ছি। এখন পাটের দাম যদি ২০০০/২৫০০ টাকা হয়, আর শ্রমিকের যে মজুরি হইছে এখন, তাতে এই দু'টার যোগফল মোট উৎপাদনের থেকে অনেক বেশি খরচা হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই লোকসান হয়। তাই আমরা প্রস্তাব দিছিলাম এই টেকনোলোজি দিয়ে পাট শিল্প আর চালানো সম্ভব না। আমরা কথার কথা না, হিসেবনিকেশ করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের কাছে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম চাইনিজ ভিক্টর বা অয়ান্দা কম্পানির একটি মেশিন আনি যার একবছরে উৎপাদন ক্ষমতা ৩৬ টন। আর দাম ১০ লাখ টাকা। যদি এই মেশিনটি আনতে পারি তাহলে মাত্র ১০০০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করে আমরা লাভবান হতে পারি। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হোলো হেসিয়ান চটের। বিজেএমসির আছে চার হাজার ছয়শ তাঁত। আমরা বলেছিলাম আপনারা মাত্র ৩ হাজার ৫ শ তাঁত আনেন। তাতে চারশ ৫০ কোটি টাকা খরচা হবে মোট। অন্যান্য সংস্কার সব মিলিয়ে ১০০০ কোটি টাকা দিয়ে বিজেএমসি লাভে আসতে পারে। আমরা হিসেব করে দেখিয়েছি নতুন মেশিনে ১ টন উৎপাদনে খরচ হবে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, যেখানে বর্তমান মেশিনে খরচ হয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। ফলে তফাৎটা বুঝতেই পারছেন। এটাতো পরিকল্পিতভাবে লোকসান করা হচ্ছে যাতে কলগুলো বন্ধ করা যায়। হিসেব-নিকেশ করে আমরা ১১ টি জাতীয় ফেডারেশন মিলে, যার মধ্যে শ্রমিকলীগ ও ছিলো, প্রস্তাব দিলাম। বাউয়ানি জুট মিল ধরে আমরা দেখালাম মাত্র ৮৫ কোটি টাকা খরচ করলে বর্তমানে শ্রমিকরা যে মজুরি পায় তা দিয়েও বছরে ৪৬ কোটি টাকা লাভ করা সম্ভব। আমাদের সাথে কোনো আলোচনাই করা হলো না। কি আর বলবো! দ্বিতীয়ত আরেকটি কথা বলি যেটা খালেদ রব বললেন যে কখনোই লাভে ছিলো না, আমিও তার সাথে পাট কমিশনের সদস্য ছিলাম। মনে রাখা দরকার পাট শিল্প কিন্তু লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করে গড়ে উঠে নাই। এই বিষয়টি কমিশনের রিপোর্টে আছে। যখন ১৭ টি জেলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হলো তখন কিন্তু এখানে কৃষি ছাড়া কিছু ছিলো না। শিল্পের দিক থেকে শূন্য ছিলো। আমাদের এখান কার ৮০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট মূলত ৫০ ভাগ যেত ভারতে আর বাকিটা যেত যুক্তরাজ্যের ডান্ডিতে। এই কাঁচা পাট প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করলে বেশি ডলার আসবে এমন আশা থেকেই পাটকল গুলো চালু হলো। ৫৮ সালে ইস্পাহানির নেতৃত্বে একবার আদমজী-বাউয়ানির প্রতিনিধি দল লোকসান হয় বলে আইয়ুব খানের কাছে গিয়ে বলেছিলো যে লোকসানের কারণে আমরা এই পাটকল চালাতে পারবো না। তখন সেখানে দুটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়। একটি হলো তখন আইয়ুব খান বলেন ঠিক আছে তোমরা যে পাট রপ্তানি কর তার আয়ের ৩৫ ভাগ তোমরা সরকারি রেটের ডলার মূল্য পাবা যা দিয়ে তোমরা নিজেদের মত আমদানি করতে পারবা। এবং যার প্রিমিয়াম আসতো ১৫০ ভাগ। ফলে ১০০

টাকার রপ্তানি করলে আমাদের মালিকরা ১৩০-৩৫ টাকা পর্যন্ত পাইতো। এ কারণেই কিন্তু ৫৮ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত আমাদের এখানে পাটশিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিলো। আরেকটি প্রস্তাব ছিলো ইস্পাহানির তরফ থেকে তা হলো স্থানীয়দেরকে এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা যাতে এই খাতটি শক্তিশালী হতে পারে। তখন ২৫০ তাতের একটি পাটকল করতে সমুদয় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা খরচ হতো। সিদ্ধান্ত হয় কেউ যদি ১৫ লক্ষ টাকা নগদ আর ১০ লক্ষ টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি দেয় তাহলে সরকার তাকে ১ কোটি টাকা দিবে একটি পাটকল করতে। এই সিদ্ধান্তের ফলেই কিন্তু আমাদের এখানে পরবর্তীতে টেক্সটাইল মিল আর পাটকলগুলো দ্রুত বিকশিত হয় আর মাত্র ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অনেক বাঙালি পাটকলের মালিক হতে পারে। ফলে লাভ-লোকসানের কথা যদি হয় তাহলে সে ২২ পরিবার যারা অনেক ইফিসিয়েন্ট ব্যবসায়ী ছিলো তারাও এই দাবি করতো না। হিসেব করে দেখেন এই ৬৬ বছরে পাট রপ্তানি থেকে ৩৩ শত কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা হয়েছে। এবার এখানে ২৫ ভাগ বোনাস ধরলে এই পাটকলগুলো সরকারের কাছে কত টাকা পায় দেখেন। অথচ তারা বলছে ১০ হাজার ৬ শ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, এটি চালানো সম্ভব না। আসলে এটি মিথ্যা কথা। আসল কথা হইলো বাউয়ানি সহ ঢাকার পার্শ্বপ্রতিম দুটি পাটকল কলে ১৫০ একর জমি আছে যা রাস্তার পাশে। কাঠাপ্রতি বর্তমানে ৩০ লক্ষ টাকা দাম আছে, সে হিসেবে এই জমির দামটা হিসেব করে দেখেন। পাটমন্ত্রীতো এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন মূলত উনার চোখ পড়েছে এই জমির উপর। আর রূপগঞ্জে তো উনি ভূমিদস্যু হিসেবেও পরিচিত। আর অর্থমন্ত্রী যিনি তাকেও কিছুটা চিনি; পাটশিল্পে সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতো। একসময় ব্ল্যাক লিস্টেডও হয়েছিলো অন্য কারণে। আর এই পাটমন্ত্রীর একটি বোকামির কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের গর্ব আলতাফ মাহমুদকে হারিয়েছি। তার বাড়ীতে অস্ত্র ডাম্প করা হয়েছিলো বলেই পাকিস্তানিরা তাকে কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমরা জানি। এই সকল লোকেরা বর্তমান সরকারের মন্ত্রী। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মাঝে মাঝে মনে হয় কেন এইসব দেখার জন্য বেঁচে আছি। রাজনীতিতে এখন ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দাপট। এই মহামারীর মধ্যে যখন শ্রমিকরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে তখন তাদের কয়টা টাকার লোভ দেখানো হলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রায় দুই কোটি মানুষ যখন বেকার তখন সরকারি উদ্যোগে ৩৫ হাজার শ্রমিককে বেকার করা হলো যার মধ্যে ক্যাজুয়াল ও বদলির ১৩ হাজারের মত শ্রমিক একটা টাকাও পাবে না। এই অবস্থায় তারা কি করবে? চুরি ডাকাতি করা ছাড়া তো তাদের উপায় থাকবে না। ভেবে পাচ্ছি না সমাজটা কোন দিকে যাচ্ছে। আমরা গত ৩/৪ দিন আগে শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এসেছি। বলেছি আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা সত্ত্বেও আমাদের সাথে কোনো আলোচনা করা হলো না। এখনো সময় আছে আলোচনা করেন না হলে আমরা সরকারের কোনো মিটিং এ যাব না। এখানে মেনন ভাই, ইনু ভাই, পঙ্কজ দা আছেন, আপনাদেরকে আহ্বান জানাই সমন্বিত প্রতিরোধ গড়ে

তুলুন। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রম ঘাম এর সাথে জড়িত। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরাজিত হলে মরেও শান্তি পাব না।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ শহিদুল্লাহ ভাই। আমরা তার সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাটকল নিয়ে অনেক কিছু জানলাম। তাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দেখলাম। এবং নিশ্চয় তার যে আবেগ আপ্লুত আহ্বান আমরা ভুলে যাব না, অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলবো। তার আগে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। এখন কথা বলতে আহ্বান জানাচ্ছি স্কপ এর নেতা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি জনাব রাজেকুজ্জামান রতন কে।

রাজেকুজ্জামান রতনঃ ধন্যবাদ সকলকে। এখানে বাদশা ভাইয়ের বিস্তারিত আর্টিকেল পড়েছি তাতে যেটুকু ঘাটতি ছিলো তা অন্যদের আলোচনায় এসেছে। এবং শেষ পর্যন্ত শহিদুল্লাহ ভাইয়ের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানলাম কিভাবে আসলে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের শিকার হয়। পাটকলের সিদ্ধান্তের বিষয়টি অর্থনৈতিক মনে হলেও আসলে সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক। কেউ কেউ বলছেন এটি ধারাবাহিকভাবে করা যেত। আসলে এটাতো ধারাবাহিকভাবেই করা হচ্ছে সেই এরশাদের আমল থেকে যখন ৩৫ টি পাটকল বেসরকারিকরণ করা হলো, তারপর আমরা দেখলাম বিএনপির আমলে, এখন শেষবারের মত আওয়ামী লীগের সময়। একদম হাত ধরাধরি করে, একটা রীলে-রেসের মত রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হলো। এখানে অনেকের কাছে আবেগের বিষয় হলো বর্তমান সরকারের যারা প্রধান নেতা তারা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার, স্বপক্ষের শক্তি বলে দাবি করে। আমরা তো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে তাদের পরিত্যক্ত বা ধনীদের সম্পদ জনগণের হাতে তুলে দেয়ার কথা জানি। কিন্তু এখন রাষ্ট্রের সম্পদ আবার ব্যক্তির হাতে চলে গেল। মাঝখানের পঞ্চাশ বছর আমরা রাষ্ট্রের এবং জনগণের টাকা আমরা ব্যক্তি খাতে খরচ করলাম। ব্যক্তির লাভ আর জনগণের লোকসান। একটি উদাহরণ দেখি যশোর জুট মিলের (জেজেআই) যেখানে দৈনিক ৩০ টন পাট লাগে। এখানে যদি প্রতি মণ পাট ১০০০ টাকা বেশি দিয়ে কেনা হয় তবে মাসে লোকসান হয় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ২৬ দিন হিসবে। আর শ্রমিকদের বেতন লাগে ১ কোটি টাকা। তাহলে লোকসানটা কিভাবে হচ্ছে। গত ৪৮ বছরে আমাদের বিজেএমসি দায়িত্বে যারা ছিলেন, পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সম্পত্তির খতিয়ান টা যদি নেয়া যায়, এই সম্পদ তো উবে যায়নি, এটি তো কর্পূর না, এটি শুধু হাত বদল হয়েছে। এই সম্পদের খতিয়ান টা নেয়া গেলেই দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি, ভুল নীতি আর লুণ্ঠনের কারণে যে লোকসান তার দায় শ্রমিকদের উপরে চাপিয়ে পাটকল গুলো বন্ধ করে ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলা উচিত। একটা বিষয় পরিস্কার পাট খাত আমাদের খুব সম্ভাবনাময়

খাত, আন্তর্জাতিক বাজারেও এর চাহিদা থাকবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের বা জনগণের অধিকার এর উপর থাকবে না। ইতিমধ্যে ৪৫ ধরনের পাটের জাত উদ্ভাবন হয়েছে। বলা হচ্ছে পাটের একটি সিঙ্গেল ফাইবার ঐ পরিমাণ একটি ষ্টীলের ফাইবারের তুলনায় ২২ গুণ বেশি শক্তিশালী। আবার পাট যেহেতু ন্যাচারাল ফলে ন্যাচারের সাথে এটি সহজেই সমন্বয় করে নিতে পারে। আবার পাটের পলিথিন ও বায়ওডিগ্রেডেবল যেখানে সারা পৃথিবীতে ৫০০ বিলিয়ন পলিথিন লাগে প্রতিবছর। আমাদের ঢাকা শহরেই নাকি ৪১ কোটি পাটের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। এগুলো দেখলেই আমরা বলতে পারি পাটের কত বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলছিলেন যে আদমজী বন্ধ হবার পর ঐখানে যে ডেনিম ও অন্যন্য কারখানা তৈরি হয়েছে তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে শীতলক্ষ্যার। পুরো নারায়ণগঞ্জের ২০ লক্ষ মানুষকে জারের পানি কিনে খেতে হয়। অর্থাৎ একদিকে সম্পদ হাত ছাড়া হয়েছে, অন্যদিকে বাড়তি বোঝা চেপেছে মানুষের কাধে। আর পরিবেশ দূষণের শিকারও হতে হচ্ছে তাদের। আরেকটি কথা পিপিপি'র অন্যান্য যে অভিজ্ঞতা, তা কি একটাও সুখকর? আসলে এই সকল ধরনের হিসেব আমরা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়েছিলাম। এগুলো সেখানে পৌঁছায় কিনা তার দায়িত্বও কেউ নেয় না। অনেকেই বলেন প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে। তাকে ভুল বোঝানো হয়েছে নাকি তিনি বুঝতে চাইলেন না বা পারলেন না। যদি বুঝতে না চান সেটি তার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়, আর তিনি বুঝতে পারেন না এটি তার বোকামি, তিনি বোকা একথা আমরা বলবো আমাদের ঘাড়ে কয়টা মাথা? আর দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় হলে তারাই যে বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা! আসলে এমন একটি অবস্থা সমালোচনা করারও সুযোগ নেই। শ্রমিক আন্দোলন ও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এই পাটকল গুলোর যে ১৮ হাজার অস্থায়ী আর ৭ হাজার বদলী শ্রমিক তারা রাস্তায় ই নামতে পারবে না। কারণ তাদের সামনে শ্রমিক লীগের নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে একটা অসহায় অবস্থা। ফলে শুধু শ্রমিকরা পারবে না; এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাই এর রাজনৈতিক প্রতিবাদ দরকার। না হলে আজ পাটকল যাচ্ছে, এরপর চিনি কল যাবে। যেমন করে আমাদের স্টীল মিল, মেশিন টুলস ইত্যাদি গেছে। সবকিছু ব্যবসায়ীদের হাতে যাবে আর বলা হবে রাষ্ট্র ব্যবসা করবে না। রাষ্ট্র ব্যবসা করার দরকার কি, সে শুধু ব্যবস্থাপনা করবে। রাষ্ট্র ঠিকঠাক মত ব্যবস্থাপনা করলে আমাদের শ্রমিক বাঁচবে-কৃষক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। তা না করে সে পাহারাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাদের পাহারাদার? যারা রাষ্ট্রের সম্পদ লুট করছে। এসবের জন্য তো আমাদের পূর্বপুরুষরা দেশটা স্বাধীন করে নাই। ফলে পাট রক্ষার আন্দোলন আমাদের জাতীয় অর্থনীতি রক্ষার আন্দোলন, অর্থনীতিকে গতিশীল করা আন্দোলন, বৈষম্য কমানোর আন্দোলন। সেই আন্দোলনে জাতীয় রাজনৈতিক এই নেতৃত্বের একটি পরামর্শ ও উপস্থিতি পাবো এই আশা করি। এবং ওয়ার্কার্স পার্টিকে ধন্যবাদ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে সামনে আনার জন্য। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

সভাপতিঃ রাজেকুজ্জামান রতনকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় জাতীয় দৈনিকগুলোতে এটিকে জাস্টিফাই করে বিভিন্ন লেখা আসছে। যেগুলোকে আমরা এম্বেডেড জার্নালিজম বলি। ইরাক যুদ্ধের সময়ও আমরা এমন দেখেছি। এমন কি এই করোনা নিয়েও এ ধরনের সংবাদ পাচ্ছি, বলা হচ্ছে করোনা প্রতিরোধ হয়ে গেছে। যাই হোক এখন আহ্বান জানাচ্ছি গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দলনের নেতা মোস্তফা মনোয়ার কে।

মোস্তফা মনোয়ারঃ ধন্যবাদ সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে। গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন মূলত বাজেট নিয়ে আলোচনা করলেও বৃহত্তর অর্থনীতির অংশ হিসেব বাজেটে পাট নিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষন আছে। আমি আমার কয়েকটি প্রস্তাব ও পর্যবেক্ষণ সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমত আমি শহিদুল্লাহ ভাইয়ের আবেগ কে শ্রদ্ধা জানাই যিনি পাটের একটি চলন্ত ডিকশনারি, একজন জীবন্ত সাক্ষী। খারাপ লাগে যখন দেখি আমাদের কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ এটিকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন। অবশ্য অর্থনীতিকে যারা একাউন্টিং এর জায়গা থেকে দেখেন, তাদের পক্ষে এভাবে দেখা সম্ভব। যাহোক ব্যালেন্স সিট দেখে যারা সিদ্ধান্ত নেন তাদের বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাই না। পাটের অবস্থা কেন এমন হলো তাও আলোচনা করতে চাই না। গত কয়েক দশক ধরে এই আলোচনা চলছে। শুধু করতে হবে এই দুটো প্রস্তাব আর একটি মন্তব্য করতে চাই। আমরা পাটের রিভাইবাল চাই। মূলত চারটি কারণে আমরা পাটের রিভাইবাল চাই। এক–কৃষি এবং কৃষক কে আমাদের বাঁচাতে হবে, একে বিকশতি করতে হবে। দুই–রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও গার্মেন্টস এর উপর রপ্তানি নির্ভরশীলতা কমানো কারণ পাট আমাদের শতভাগ ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য। তিন–বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি হবে যা শুধু এই শিল্পে না কৃষিতেও হবে। চার–এই খাতের মাধ্যমে সরকারের যে রাজস্ব আয় তা থেকে আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রের করের বোঝা লাগব হবে। এখন আমি মোটা দাগে যে মন্তব্য করতে চাই তা হোল পাটকে ধ্বংস করার এটা হলো শেষ ধাপ। যা নব্বই এর দশকে শুরু হয়েছিলে। উদারনৈতিক অর্থব্যবস্থার আমাদের এখানে এটি একটি আনফিনিশড এজেন্ডা ছিল যা এই কোভিড পিরিয়ডে শেষ করা হচ্ছে। এখন সবার আলোচনায় যে কথা এসেছে তার থেকে আমি প্রথম প্রস্তাব বলছি আধুনিকায়ন। এ বিষয়ে শুধু একটি তথ্য হাজির করতে চাই। ২০১৬ চায়না টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে আর আমদের বিজেএমসির একটি স্টাডি হয়েছিলে। আধুনিকায়নের বিস্তারিত আলোচনা সেখানে ছিল। এমনকি সরকার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ও নিয়েছিল। সাড়ে তিন শ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট তারা নিবে। যার মধ্যে ২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা দিবে তারা। এবং এই যৌথ উদ্যোগে আধুনিকায়ন হলে এই খাত থেকে আমাদের তিনগুন রাজস্ব বেড়ে যেত। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই আলোচনা ছিলো। কিন্তু তারপর কোন রহস্যময় কারণে সরকার সেখান থেকে সরে এলো আমরা জানি না। তবে সরকারের এখন কার সিদ্ধান্তে এটা পরিষ্কার এই পাটকলগুলোর ২২৪০

একর জমি, যন্ত্রপাতি সহ এই সম্পদের লুটপাট করাই হোলো আনটোল্ড স্টোরি। ফলে এর থেকে বের বিকল্প কি? সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলতে চাই বিজেএমসি ভেঙ্গে দিয়ে একটি অন্তর্বর্তী পরিচালনা পরিষদ করা হোক। আর প্রয়োজনে কর্ম সম্পাদন চুক্তি করে পাটকলগুলো বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক। আর এর জন্য দরকার আমাদের রাজনৈতিক লড়াই। এই আহ্বান জানিয়ে শেষ করছি।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ আপনাকে অনেকগুলো অকথিত বিষয় সামনে আনার জন্য। আমিও আপনাকে জানাতে চাই এউএমসি, হাফিজ ও জেজেআই এই তিনটি কলকে সফট লোন দিয়ে আধুনিকায়নের একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু পররবর্তীতে তা আর একনেকে উঠেনি। সেই সময়কার সচিব, বা পাট কমিশনের কাজি খলিকুজ্জামান আজকে এখানে থাকলে আরো বিস্তারিত জানা যেত এ বিষয়ে। আশা করি আমরা পরবর্তী আলোচনায় তাদের কে পাব। এখন আহ্বান জানাচ্ছি গণতান্ত্রিক বাজেট আলোচনার নেতা আমানুর রহমানকে।

আমানুর রহমানঃ সকলকে ধন্যবাদ। আমি আলোচনায় চলে যেতে যাই। হয়তো আমি কয়েকটি আলোচনা রিএনফোর্স করবো। এখানে পাটশিল্প গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট আলোচনা হয়েছে। আমি নিজেও একটি পাটকলে বড় হয়েছি তাই নিজেকে পাট প্রজন্ম বলেই পরিচয় দিতে চাই। উঠতি কৃষির পাশাপাশি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে পাটকল চালু হলেও তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তাই এখনো সবার বক্তব্যে সাবসিডিয়ারির বিষয়টি এসেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার যেমন প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা দিচ্ছে। যার মধ্যে কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের জন্য ২০০০ হাজার কোটি টাকা। এগুলো সবই কিন্তু ব্যাংক লোনের সুদের উপর ভর্তুকি দিয়ে। অথচ সরকার কিন্তু মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা দিলেই এই কলগুলো আধুনিকায়ন করে বাচানো যেত যেটা শহিদুল্লাহ ভাই বললেন। আসলে সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র দূর করতে গিয়ে জনগণকে আরো দারিদ্রতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। যে শিল্প ও উৎপাদনের জন্য আমাদের যশোর-খুলনা অঞ্চল অগ্রসর হচ্ছিল সেই টাউনশিপ কিন্তু আর থাকছে না, ২০১০-১১ সালের প্লানিং কমিশনের গবেষণায় দেখা গেছে শুধু উত্তর বঙ্গ নয় দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অনেক জেলা ও কিন্তু ল্যাগিং রিজিওন থেকে যাচ্ছে। শুধু মংলা পোর্ট আর সুন্দরবনের গেওয়া-কয়রা কাঠ দিয়ে হচ্ছে না। ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি, আরো বড় বড় লক্ষ কিন্তু বাস্তবায়ন হবে না। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্তটা হঠকারী হয়ে গেলো। কারণ এতে করে স্থানীয় উৎপাদন কাঠামো ভেঙ্গে যাচ্ছে। যেমন এই কারণেই আমিও কিন্তু যশোরে বড় হয়েও এখন মাইগ্রেটেড হয়ে ঢাকায়। তেমনি রাজশাহীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধ করে দিলে সেও মুখ থুবড়ে পড়বে। ফলে পাট শিল্প রক্ষায় কোনো শর্ট কাট পথে না গিয়ে দীর্ঘ মেয়াদী

পরিকল্পনা দরকার। পাট কেনার তহবিল যাতে পায়। বিএমআরির কোনো বিকল্প নেই। ইউরোপ সহ সারা বিশ্বে ভাল অ্যাডেড প্রোডাক্টের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের দেশের তরুণরা, নারীরা উদ্যোক্তা হচ্ছে। প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। আবার যদি ভাইব্রেন্ট প্রাইভেট সেক্টর থাকতো, তাও নেই। সরকারি যেগুলো পিপিপির মাধ্যমে প্রাইভেটাইযেশনে গেছে সেগুলোর অবস্থা ভালো না। তাই বিজেএমসি দিয়ে হোক বা অন্য কোনো কাঠামো তৈরি করে হোক পাট শিল্প কে রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এখানে মেনন ভাই, বাদশা ভাই, শহিদুল্লাহ ভাই, পঙ্কজ দা আপনারা আগেও যেমন স্কপ বা ট্রেড ইউনিয়ন বা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে সংকটে প্রতিরোধ করেছেন সে ভাবে এবারো একটি রাজনৈতিক-সামাজিক সম্বনিত প্রতিরোধ করবেন সে আহ্বান জানাই। জনগণ আপনাদের সাথে থাকবে। সকলকে ধন্যবাদ।

সভাপতিঃ আমরা শুনলাম পাট অঞ্চলেই বেড়ে উঠা আমানুর রহমানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলোচনা। এখন পাটকলের শ্রমিক শ্রমিক নেতা যারা মাঠে কাজ করছেন এই পাট নিয়ে তাদের কথা শুনবো। এখন আলোচনা করবেন জেজেআই'র সিবি এ নেতা মো. হারুন।

হারুন উর রশিদ মল্লিকঃ ধন্যবাদ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টিকে একটি সময় উপযোগী আলচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য। বিজ্ঞ আলোচকদের কথা শুনলাম। আমি দুয়েকটি কথা বলে শেষ করতে চাই। পাকিস্তান আমলে এই পাটকল শ্রমিকরা যথাযথ মজুরী পেত না, গ্রাচ্যুইটি পেত না। জুলুম-নির্যাতনের শিকার হত। শ্রমিকদের এই বঞ্চনার কথা ৬ দফায় ও থাকলো। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো। অধিক মজুরীর কথা যে বলা হয় তা অন্যান্য সেক্টরের মতই যেমন পে-কমিশন আস্তে আস্তে বেতন বেড়েছে। এই শ্রমিকদের বেলায় ও তাই হয়েছে। তাহলে হঠাৎ করে এখন এই পাটকলগুলো প্রাইভেট সেক্টরে গেলে শ্রমিকরা কি তাদের সে অধিকারগুলো পাবে? করোনায় যেমন সঠিক ডায়াগনোসিস হচ্ছে না। এখানেও তেমনি শ্রমিকদের মজুরীর দোহাই দিয়ে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত না করে পাটকল বন্ধ করা হচ্ছে। কাদের কারণে এই পাটকলগুলো রুগ্ন হলো তাদের শাস্তি দেয়া হলো না। সর্বোপরি ২৩ দফায় আমরা যে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট পেয়েছিলাম; বন্ধ কারখানা চালু করা হবে, রুগ্নগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, নতুন কারখানা চালু করে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা হবে সেগুলো থেকে সরে যাচ্ছি কিনা আমরা যারা সরকারের সাথে সম্পৃক্ত আছি তাদের তা ভাবতে হবে। আমি আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়ার্কার্স পার্টিকে। আশা করি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে এই সমস্যার রাজনৈতিক প্রতিবাদ করা হবে।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ আপনাকে। এখন কথা বলবেন চট্টগ্রাম হাফিজ জুট মিলের সিবিএ নেতা দিদারুল আলম।

দিদারুল আলমঃ সবাইকে সংগ্রামী শুভেচ্ছো আমরা সারাদেশের পাটকল শ্রমিকরা হতাশার মধ্যে আছি জানেন। দীর্ঘ লড়াই করে আমরা যে অধিকার আদায় করেছিলাম তা নষ্ট করে দিয়ে আমাদের কে বিপদে ফেলে পাটকল বন্ধ করা হলো। কিন্তু আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে জানি বিজেএমসি, মন্ত্রণালয় সবাই দুর্নীতি করে এই পাটকলকে লোকসানে ফেলেছে। এখানে ছোট-খাট কেনা-কাটায় ও দুর্নীতি হয়। তাদের কোন শাস্তি হলো না। এখন যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেখানে কতজন স্থায়ী, কতজন বদলি শ্রমিক, কার কত পাওনা সেই হিসাবেও গড়মিল আছে। শুধু শ্রমিকদের কিভাবে ঠকাবে সে চিন্তাই করে বিজেএমসি। তাই আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আপনার আমাদের শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান। পাটকল রক্ষা করুন। আপনার পরামর্শ দিন। আমরা শ্রমিকরা আপনাদের সাথে আছি।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ দিদারুল আলম। এখন বলবেন খুলনার প্লাটিনাম জুট মিলের সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান।

খলিলুর রহমানঃ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জননেতা রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা-সহ সকলকে সালাম জানাচ্ছি। অনেক আলোচনা হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই আমাদের পাটকল শ্রমিকদের ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করতে চায়। আর ১০ ভাগ শ্রমিক হয়তো বয়স, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে ফিরতে চায় না। এমন অবস্থায় এই পাটকল বন্ধে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি। এমনকি এই ঘোষণার পরে স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসন মিলে শ্রমিকদের উপর হয়রানি করছে। দু'জন শ্রমিক নেতা শুধু আলাপ করছিল এ অবস্থায় কি করবে। তাদের কে ২০০৬ সালের একটি মামলায় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকি আমরা বিএনপি-জামাতকে পাটকল বন্ধের জন্য নিন্দা করি কিন্তু এখানে এই ঘোষণার পরে আনন্দ মিছিল করানো হয়েছে। আমি অনেক আগের কথা বলবো না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অর্থাৎ এই বারো বছরে পাট ক্রয়-বিক্রয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তা খুঁজে দেখা হোক। কারা পাটের রেট নির্ধারণ করে। আমি এক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেছিলাম। সে আড়াই লাখ টাকার এক ট্রাক পাট দিয়ে কিভাবে ৫০ হাজার টাকা লাভ করে? এগুলো বের করা হোক। আমাদের এই কলের ৭০ ভাগ শ্রমিকের নিজেদের বাড়ি-ঘর নাই। তারা এখন কোথায় যাবে, কি করবে? তাই সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। আর লোকসানের আসল কারণ খুঁজে বের করুন।

সভাপতিঃ ধন্যবাদ খলিলুর রহমান। আমরা এই দোষারোপ ও নির্যাতনের নিন্দা জানাচ্ছি। এখন বলবেন জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুল আহসান। এবং তারপর কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা বলবেন।

কামরুল আহসান: ধন্যবাদ সকলকে। অনেক কথাই চলে এসেছে এরমধ্যে। আমি শুধু মইনুল ইসলাম ও শহিদুল্লাহ চৌধুরীর প্রস্তাবনাগুলো আজকের মূল প্রবন্ধের সাথে যুক্ত করার অনুরোধ করছি।

আমরা সর্বশেষ যেদিন প্রজ্ঞাপন জারি হলো সেদিনও শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পুনরায় আমাদের প্রস্তাবনা দিয়েছিলাম। কিন্তু তা আর প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছায় নাই, শ্রম মন্ত্রীর হাতেই থেকে গেছে। আমরা বহু আগে থেকে পাট শিল্প সংক্রান্ত আমাদের দাবি নিয়ে অন্যান্য সংগঠনের সাথে মিলে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছি। তারপরও সরকার এই সিদ্ধান্ত নিলো। আমিও অন্যদের মত আশা করি এ সংকট মোকাবেলায় শ্রমিকদের সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুক্ত হবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

ফজলে হোসেন বাদশা: আমাদের পার্টির আজকের আলোচনায় অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বশেষ কমরেড কামরুল আহসান যেমনটি বললেন এটি আসলে এখন শুধু শ্রমিকের ব্যাপার নয়, এটি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। আমি অবাক হয়ে যাই ৫৪ সাল থেকে আমাদের পাট নিয়ে সংগ্রাম। এরপর মুক্তিযুদ্ধের পর ৭২ সাল থেকেও আওয়ামীলীগের সাথে আমাদের এ বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। এখন মনে হচ্ছে আওয়ামীলীগ সে জায়গা থেকে সরে এসেছে। এই বিষয়টি সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত। ৭২ সালে গৃহীত সংবিধান, রাষ্ট্রীয় মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়াদি বঙ্গবন্ধু নিজে ব্যাখ্যা করেছেন। সংবিধানের সেই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করে আমরা কি একটি ব্যবসায়ীদের হাতে আমাদের জাতীয় সম্পদের মালিকানা দিব কি না, তা জনগণকেও ভাবতে হবে।

আমি পরিষ্কার ভাবে মনে করি এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। এই বিষয়ে আমরা সরকারের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করবো। এবং ভবিষ্যতে তৃণমূল পর্যায়ে, পাটকল, পাট চাষ ও পাটশিল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় এই নিয়ে আলোচনা করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করবো। আর করোনাকালে এই অমানবিক, জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়াটা আমি সংবিধানের লঙ্ঘন মনে করি। কারণ আমদের সংবিধানে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড অনুমোদন করে না। তাই আমি মনে করি সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমাদের ১৪ দলের নতুন সমন্বয়ক হয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা আমির হোসেন আমু। ১৪ দলের যে ২৩ দফা আছে তার বাইরে আবার এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা স্ববিরোধীতা। এই স্ববিরোধীতার কারণে আমাদের যে পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাসের সম্পর্ক তার চেয়ে বড় কথা যে চেতনার মধ্যে দিয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে আস্থা কিছুটাও দুর্বল হলে তা আমাদের স্বাধীনতার জন্য ক্ষতিকারক। আমি আবারো সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি।

সভার সভাপতি কমরেড রাশেদ খান মেননঃ ধন্যবাদ সকলকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো। মূলত দু'টি প্রস্তাব এসেছে যে এটি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সংলাপ বা আলোচনা করা। সেখানে আমাদের আজকের আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখতে চাই তিনি যখন বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন বা বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী অবস্থায়, এমনকি সর্বশেষ জাতীয় সংসদেও তিনি পাটের উন্নয়ন নিয়ে যেভাবে ভেবেছেন, বলেছেন তাতে পাটকল বন্ধ নয়, আধুনিকায়ন করেই পাটের সুদিন ফিরে আসবে এমন পুনর্বিবেচনা করবেন। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ১৪ দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে সাথে নিয়ে সে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সবাইকে আরও একবার অভিনন্দন। গনমাধ্যম বন্ধুদের ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা এই বিষয়টিকে আরও সামনে নিয়ে আসবেন।

রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের আধুনিকায়ন, না ধ্বংস সাধন?
পাটখাত সুরক্ষায় ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক ওয়েব সেমিনার

পঠিত মূলপত্র

[১৮ জুলাই, শনিবার ২০২০ # সকাল-১০টা]

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং '৭২'র এর সংবিধান পাট, পাটশিল্পকে জাতীয় সম্পদ, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরবের ধারক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পাট বাংলাদেশের নিজস্ব সেই সংস্কৃতির অংশ। সেই পাট এবং পাটশিল্প ধ্বংস হওয়া অর্থ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা যোগ্য।

গত ২৮ জুন গণমাধ্যমে এক আকস্মিক ঘোষণা দিয়ে সরকার রাষ্ট্রায়ত্বখাতের অবশিষ্ট ২৫টি পাটকল বন্ধ এবং এই মিলগুলোতে কর্মরত প্রায় ৪৫ হাজার স্থায়ী ও বদলি শ্রমিকদের অবসায়ন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের বরাতে, বিগত এক বছর ধরে অত্যন্ত গোপনে সরকারের উচ্চ পদস্থ কিছু কর্মকর্তা, আমলারা গবেষণা করে পাট ও পাটশিল্প রক্ষার উপায় হিসেবে পাটকল বন্ধ করা ও কথিত পিপিপি'র আয়োজনে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার জন্য কারখানাসহ এর বিপুল সম্পদ লুটেরাদের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তাবনা সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে উপস্থপান করে। সরকারের সম্মতিতে এখন তারা তা দ্রুত বাস্তবায়নের মহাযজ্ঞে নিয়োজিত হয়েছে। সরকার পাট লুটপাটের দুর্নীতিকে আড়াল করে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাটকলকে চিহ্নিত করে এর দায় শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে এর সমাপ্তি টানতে চাইছেন। এটা 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানোর কৌশল মাত্র যা পূর্ববর্তী বিএনপি-জামাত সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণনীতি কৌশলের অনুরূপ এবং নয়া-উদারিকরণ পুঁজিবাদীনীতি বাস্তবায়নের অংশ বলে আমরা মনে করি। সরকারের এই ঘোষণাকে আমরা পাটশিল্প ধ্বংস করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে মনে করি আশাকরি এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে আসবে।

পাটকল বন্ধ করার প্রেক্ষিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পাটমন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলে শ্রমিকদের মজুরি ব্যক্তি মালিকানার চাইতে বেশী। শ্রমিকদের মজুরী কমিশন দিতে গিয়ে নাকি এই লোকশান গুনতে হচ্ছে। আপাদমস্তক ব্যবসায়ী মন্ত্রীর হয়তো ইতিহাস জানা নেই; মজুরী কমিশন শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের অর্জন। '৯২ সালের জুলাই মাসে তৎকালিন পাটমন্ত্রির সাথে পাটকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সাথে মজুরী কমিশন সহ ৮দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে সময় প্রকাশিত এক পুস্তিকায় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সদস্য জনাব আবুল বাশার লিখেছিলেন পাটকলে লোকশানের কথা মিথ্যা; সরকারের নীতি কৌশল এর জন্য দায়ি। পুস্তিকাটিতে পাটশিল্প লাভজনক করার কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তিনি তুলে ধরেছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু'দফায়

কার্যকালীন সরকারের আমলে 'পে-কমিশন' এর সাথে 'মজুরী কমিশন' বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সর্বশেষ বর্তমান সংসদে মজুরী কমিশন পাশ হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার গার্মেন্টস মালিকেরা শ্রমিকদের কম মজুরী দিতে চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র হস্তক্ষেপেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ হয়েছিল।

শ্রমিকদের মজুরীর সংঙ্গে গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড যুক্ত যা শ্রমিকদের অর্জন। শ্রমিকদের অবসায়নে চাতুর্য্যের সাথে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকে ঘোষিত ৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আর বিগত সময়ে অবসরে যাওয়া শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধও যুক্ত করা হয়েছে।

সরকার হিসাব দিয়েছে, বিগত ৪৪ বছরে পাটশিল্পে লোকসানের পরিমান ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সেই হিসেবে টাকার অংকে প্রতি বছর লোকসান হয়েছে ২৩৮.৬৩ কোটি টাকা মাত্র। অথচ বিমান, রেল ও বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য খাতে প্রতি বছর যে পরিমাণ ভর্তুকি দেয়া হয়, তা এর চাইতে কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশী। এই কারণে সে সকল প্রতিষ্ঠান কি বন্ধ করে দেয়া যায়? অবশ্য সে গুলোকেও ব্যক্তিমালিকানায় দেবার ষড়যন্ত্র নেই তাও বলা যাবে না। বিদ্যুতের কুইকরেন্টালকে অলস বসিয়ে রেখে মাসে মাসে হাজার হাজার কোটি টাকা গচ্চা দেয়া হচ্ছে কার স্বার্থে? এ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিয় অর্থের যে পরিমাণ অপচয় হচ্ছে সেই তুলনায় পাটশিল্পে গত ৫০ বছরে লোকসানের পরিমাণ গণনায় না আনাই ন্যায় সঙ্গত।

এ ক্ষেত্রে পাট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কোন আলোচনা বা মতামত গ্রহণেরও কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত অবস্থান বলে আমরা মনে করি এবং এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে বিষয়টি এমন এক সময় করা হলো যখন বিশ্ব এক ভয়াবহ মহামারি কভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) আক্রান্ত। আমাদের দেশও এই মহামারীর কবলে পড়েছে। জনগণের জীবন-জীবিকা পর্যুদস্ত। দেশে প্রায় দেড়কোটি মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারিয়ে এখন বেকার। এখন পাটকল শ্রমিকেরা সেই বেকারের তালিকায় যুক্ত হলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাটকল বন্ধ করে কথিত গোল্ডেন হ্যান্ডসেক দিয়ে শ্রমিকদের অবসায়ন করা হচ্ছে। দেশে যখন মহামারী অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে তখন পাটকলের শ্রমিকদের হাতে কিছু অর্থ ধরিয়ে দিয়ে সারা জীবনের পেশা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা এটা কি রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখী চরিত্র বলে প্রমাণকরে? এটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অমানবিক।

আগেই বলা হয়েছে, পাট চাষ ও পাট শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য। পাট দেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। আঁশ জাতীয় কৃষি ফসলের মধ্যে বিশ্বে তুলার পরই পাটের স্থান। দেশের প্রায় ৫০ লাখ কৃষক পাট চাষের সাথে যুক্ত। পাটচাষ, প্রক্রিয়াকরণ, পাট ও পাট জাতীয় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী ও বাণিজ্যের সাথে প্রায় ৪ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে একমাত্র পাট খাতই শতভাগ

মূল্য সংযোজনকারী। পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে পাটের অর্থনীতি আমাদের গোটা অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাটের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের আন্দোলনের দাবির সাথে পাট শিল্প অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। পাকিস্তান আমল ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ে পাটের অবস্থান ছিল এক নম্বর, এখন এর অবস্থান তিন নম্বরে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় আর পাকিস্তান পর্বে পাট শিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় বাওয়ানী জুট মিল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলায় পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। পাট চাষের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে সহজলভ্য ও উন্নতমানে পাটের যোগান লাভজনক। তাই এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায়, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা ও স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনও ছিল পাট কেন্দ্রিক। তিনি পাটকে ভিত্তি করেই এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য হিসেবে তুলে ধরেন। ৬৯' এর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা যার ভিত্তিতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল এবং ৭০ এর নির্বাচনী ইস্তেহারের অনুচ্ছেদে বঙ্গবন্ধু পাট ও পাট শিল্পের অর্থনৈতিক বিকাশের উল্লেখ করেছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু পাটকলগুলোকে জনগণের মালিকানায় নিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-২৭ এর মাধ্যমে জাতীয়করণ করেন। এ আদেশ বলে ৭৮টি পাটকল পরিচালনার জন্য 'বিজেএমসি' গঠিত হয়েছিল।

'৭৫ পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর সীমাহীন অবহেলা আর ঔদাসিন্যে পাট খাত পিছিয়ে পড়ে। এর পিছনে বিশ্ব ব্যাংক এর মাধ্যমে ছিল সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশ। বিগত শতাব্দির আশির দশকেই এর দুরাবস্থা তৈরী হয়। পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের এক নম্বর স্থান থেকে দু'নম্বর চলে যায়। শতভাগ (১০০%) মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা ছিল পাট খাতে, যা কাজে লাগানো যায়নি। পুরো পাটের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দাতা গোষ্ঠি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কুপরামর্শে এবং আমলা নির্ভর ব্যবস্থাপনায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আশির দশক থেকে পাট শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৮২-৮৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বা structural reform program (SRP) এর আওতায় অনেক মিলকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করে মুনাফা অর্জনের লোভ দেখানো হয়। কাঠামোগত সংস্কারের নামে বিশ্বব্যাংক যে ঋণ দেয় তা যতটা না সংস্কারের কাজে, তার চেয়ে বেশি বেসরকারিকরণ ও গোল্ডেল হ্যান্ডশেকের কাজে ব্যবহার ও লুটপাট করা হয়। অথচ একই সময়ে ভারতের তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বামপন্থী সরকার (২৫০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ নিয়ে তাদের পটকলগুলোর সংস্কার তথা আধুনিকীকরণ করে। এমনকি আরও নতুন পাটকল গড়ে তোলে।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে এই অবস্থার আরো

অবনতি ঘটে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকার আবারো বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে একই কর্মসূচী গ্রহণ করে। Jute Sector Adjusment Program (JSAP) নামে গৃহীত এই কর্মসূচীতে ৯৩-৯৪ সাল থেকে তিন বছর মেয়াদি Jute Sector Reform Program ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি Jute Sector Adjusment Credit এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি করে। ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ এই প্রকল্প আয়োজিত এক কর্মশালায় তৎকালীন পাটমন্ত্রী, বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ও পাটসচিব রাষ্ট্রীয় পাটশিল্পের স্থূল দেহ 'কৃশ' বা 'চিকন' করার তত্ত্ব দিয়ে ৬৯৭,৩৭,৫০,০০০/- ছয়শত সাতান্নবই কোটি সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করে। মূলত এই কর্মসূচীর মাধ্যমে পাট শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন হয়। এ সময় বেশ কিছু পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ সময় রাষ্ট্রীয় খাতে অবশিষ্ট ২৯টি মিলের মধ্যে ৯টি মিল বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা করার নীতি গ্রহণ করে। বেশ কিছু বন্ধ পাটকল চালু করে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার সরকার পুনরায় ক্ষমতায় বসে পাটখাত তছনছ করে। ঐ বছরেই তারা এশিয়ার বৃহত্তম পাট কল বাংলাদেশের গর্ব আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দিয়ে; পাটের অর্থনীতি ধ্বংস করে। কারখানা বন্ধ করে 'গোল্ডেন হ্যান্ড শেক' দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করে। এবার পাটকল বন্ধ ঘোষণার সময় বিদ্যমান ২৫টি বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলোতে ২৫,০০০ হাজার স্থায়ী শ্রমিক এবং আরো প্রায় ২০ হাজারের মত অস্থায়ী শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তাদেরও 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' দিয়ে বিদায় করার কথা বলা হচ্ছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোটের সরকার গঠিত হলে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধ করা পাটকল চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। পাট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জনাব ড. কাজী খলিকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাট কমিশন গঠন করা হয়। সরকার পাটসহ গোটা কৃষিখাতে গবেষণা কার্যক্রম চাঙ্গা করে। এ কাজে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেয় যা পূর্ববর্তী বিএনপি-জামাত সরকার বাতিল করেছিল। সরকার পাটের বাজার সৃষ্টির নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ঐ বছর জাতিসংঘ পাটকে আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তুবর্ষ ঘোষণা করে। এই ঘোষণা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন জোরদার হয় এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী হয়। ২০১০ সালে সরকার পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন প্রণয়ন করে। এ আইনে ধান, চাল, গম,ভূট্টা সার চিনিসহ ১৭টি পণ্যে বাধ্যতামূলক পাটের মোড়ক ব্যবহার কারার নির্দেশ দেয়। ২০১৬ সালে আরো ১১টি পণ্যকে এই তালিকাভুক্ত করা হয়। এছাড়া ৯টি পণ্যে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

আজ নতুন করে পাটের অর্থনীতি অনেকটা চাঙ্গা হওয়ার দিকে। পাটের উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। পাটের দাম বর্তমানে মণপ্রতি ১২০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। যা

আগে ছিল ৭-৮ শত টাকা। পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারও বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। শুধু রপ্তানি নয় দেশের অভ্যন্তরে পাট ও পাটজাত পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। বিশ্ববাজারে পাট জাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ৭ হাজার ৭ শত কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজেএমসি এর আমলাদের দুর্নীতির কারণে তাদের পরিচালনাধিন কারখানাগুলি লোকসান করলেও বিপরীতে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে। পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্য বহুমুখী করার পদক্ষেপ নেয়ার কারণে পাটজাত পণ্যের সংখ্যা ২৪০-এ দাঁড়িয়েছে।

পাটের শাড়ী, স্যান্ডেল, পাটের ব্যাগ, মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগ কার্পেট, পর্দার কাপড়, গাড়ীর সানরুফ, ব্লেজার ইত্যাদি পাট থেকে তৈরী হচ্ছে। জুট জিওটেক্স পাটের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিনোম রহস্য আবিষ্কার হয়েছে। এই জিনোম সিকুয়েন্সের ফলাফল যত দ্রুত সম্ভব মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞানী ড. মুবারক রহমান খান পাট দ্বারা পরিবেশ বান্ধব টিন আবিষ্কার করেছেন, যার নাম দিয়েছেন জুটিন। পাট থেকে নতুন নতুন আবিষ্কার ও তা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং উন্নত চাষবাদের জন্য আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। তারা ৩৮ টি উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছেন। যখন পাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে আমাদের গভীর মনোযোগের প্রয়োজন তখনই তাকে ধ্বংসের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

গত মৌসুমে দেশে মোট ৬২ লাখ ১৩ হাজার বেল পাট কেনা-বেচা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ক্রয় হয়েছে ৫০ লাখ ৯ হাজার বেল পাট। সরকারি ব্যবস্থাপনা তথা (বিজেএমসি) কিনেছে ১২ লাখ ২২ হাজার বেল পাট। বিগত মৌসুমে ৬ লাখ ৯৯ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ্য মাত্রা ছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বাদ গেছে। দু'বছর আগে বিজেএমসি'র মিলগুলোর ক্রয় এজেন্সি ছিল ৯৮টি, তা কমিয়ে ৪৮টি করা হয়েছিল। এতে পাট চাষীরা সংকটে আছেন। আমরা যদি একটি সামগ্রিক আধুনিক লাভজনক ও কার্যকর পাট শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের আরো ১০ লক্ষ বেল উন্নতমানের পাট উৎপাদন করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিতভাবে (জাত অঞ্চলে) দুই লক্ষ হেক্টর জমিতে উন্নত মানের সাদা পাট চাষ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল জমির পাট চাষীদের প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান ও লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ঘোষিত পাট নীতিকে সময় উপযোগী করে তৈরী করতে হবে।

১৯৪৭-৪৮ সালে বিশ্বের উৎপন্ন পাটের ৮০.১৭% ভাগ বাংলাদেশে উৎপন্ন হতো। পশ্চিমা চক্রান্তে তা অর্ধেকেরও কমে নেমে এসেছে। আপনা 'মাংসে হরিণা বৈরী' তেমনি জাতীয়করণকৃত পাটকলের জায়গা-জমির উপর অনেক ক্ষেত্রেই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।

এ সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্রাস করার জন্য লুটপাটকারী শ্রেণী মুখিয়ে আছে। পিপিপি'র এর নামে এই সম্পদ লুটে নিতে তারা নানা চক্রান্ত করছে। বিশ্বব্যাংকের পদলেহী সকল শক্তির কারসাজিতে বিএনপি-জামাত সরকারের গৃহীত নীতিমালারই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে।

বিজেএমসি বিদ্যমান কাঠামোর আমুল পরিবর্তন করে বর্তমান টিকে থাকা ২৫টি পাটকল পরিচালনার প্রয়োজনে আমলা নির্ভর লোকবল সীমিত করে, পাট ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একটি জনবল ব্যবস্থাপনা তৈরী করা প্রয়োজন। শত বছরের পুরনো স্কটল্যান্ড টেকনোলজি পরিবর্তন না করেবর্তমানে পাট শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, পাটের মূল্য পরিশোধ এবং শ্রমিকদের মজুরীসহ অন্যান্য ব্যয় বহন করতে পারছে না। তাই পাট ও পাটশিল্পের বিকাশ ও পুনর্জীবনের জন্য পুঁজিঘন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ করা অতীব জরুরি। পাটকল পরিচালনা কেন্দ্র বিজেএমসি'র মাথাভারী প্রশাসন, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা যারা, পাটক্রয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম করেছে, যারা মৌসুমে পাট সরবরাহ করেনি, যারা উৎপাদিত পাট পণ্য বিপননে কোনো ভূমিকা রাখেনি। যাদের কারণে ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হলো না।

পাটকল আধুনিকীকরণে মাত্র ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের যে প্রস্তাব সরকারের উচ্চ মহলের টেবিলে দেয়া হয়েছিল; যা আলোচনায় নেয়া হয়নি। তা পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি। রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলগুলোর প্রতি ইঞ্চি অব্যবহৃত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোন জমি জলাশয় অব্যবহৃত রাখা যাবে না।

আরেকটি জরুরী বিষয় পাটকলগুলোর পাট ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান। ঋণ হোক আর বাজেট বরাদ্দ হোক, টাকা যথাসময়ে অর্থাৎ পাটের মৌসুম শুরুর আগেই পাটকলগুলোকে দেয়া হতো না। টাকা দরকার জুলাই-আগস্ট মাসে, দেওয়া হয়েছে ডিসেম্বরে–যখন পাটের দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। ফলে পাটকলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অনেক বেশি দামে পাট ক্রয় করতে হয়েছে। একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী মুনাফা করেছে। বঞ্চিত হয়েছে পাট চাষী ও কৃষক। সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পাট ক্রয়ের মাধ্যমে এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে হটাতে হবে।

লেখার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে, পাট হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। তা টিকিয়ে রাখতেও সরকারের সদিচ্ছা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। সমিক্ষায় দেখা গেছে চাষ করার মাত্র ১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে পাটের আঁশ পাওয়া যায়। এত কম সময়ে অন্য কোন প্রাকৃতিক তন্তু পাওয়া সম্ভব নয়। পাটের কোন অংশই ফেলার নয়, পাটের কচি পাতা উন্নত পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ শাক যা মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে, পাট খড়ি জ্বালানীর প্রয়োজন মিটায়, কাঠের বিকল্প পারটেক্সের কাঁচামাল পাটখড়ি থেকেই আসে, পাটখড়ি শিল্পে বহুমুখী সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। গবেষনায় জানা যায়, প্রতি হেক্টর জমিতে পাট গাছ ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ১১ টন অক্সিজেন প্রদান

করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই অবদানের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। যেখানে প্রতিনিয়ত দেশের বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে সেখানে পাটের চাষাবাদ পরিবেশ রক্ষার বিকল্প পথও। এসকল হিসাব ধরেই সামগ্রিক ভাবে পাটেরঅর্থনীতিকেবিবেচনা করতে হবে।

আমাদের দেশের বাজেট এখন কয়েক লক্ষ হাজার কোটি টাকায় প্রণয়ন করা হয়। উন্নয়নখাতে বিনিয়োগ এখন সরকারে অগ্রাধিকার। বড় বড় মেগা প্রজেক্ট এখন বাস্তবায়নের পথে। পাটখাত উন্নয়নের মেগা প্রজেক্ট গ্রহণ করে পাটের হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা ও টেকসই করতে হবে। এজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও টেকসই করতে পদ্মা সেতু তৈরীর মতো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। কারো প্ররোচনায় বিভ্রান্ত এবং ভয় পেলে চলবে না। ২০১৬ সালের ৬ মার্চ সরকার 'জাতীয় পাট দিবসে' পাট পণ্যকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

এখন যখন সারা বিশ্বে পাটের কদর বাড়ছে, পণ্য তৈরিতে বৈচিত্র্য, নতুন নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে। এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলছে ঠিক সেই সময়ই পাটকলবন্ধ করার এই আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে নেয়া হলো; এটা বোধগম্য নয়।

পাটকল শ্রমিকরা তাদের মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়ন, পাট ও পাটশিল্প রক্ষা, জাতীয়করণ কৃত পাটকল ব্যক্তিখাতে না দেয়া ও বহির্বিশ্বে পাট পণ্যের বাজার তৈরীর দাবিসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। সরকার শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়নের ঘোষনাও দিয়েছিল।

হিসেবে দেখা গেছে পাচঁ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে শ্রমিকদের অবসায়ন, অথবা ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বি.এম.আরই এর মাধ্যমে আধুনিকীকরণ এবং আমলাদের পরিকল্পনায় পাটকল বন্ধ করার প্রস্তাবনা পাটশিল্পের সংকট সমাধান করবে না। এর বিপরীতে প্রদত্ত মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, তাঁত, ভিম, এবং ওয়ার্প ওয়েন্ডিং ক্রয়ে মাত্র ১ হাজর কোটি টাকা বিনিয়োগ এর মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করেও পাটশিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল লাভজনক এবং ক্রেতাদের পছন্দ ও চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন করা যায়।

পাটকল বন্ধ করার বর্তমান অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে আমরা সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে মালিকানার তিন মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলার ঐতিহ্য এবং এমনকি অতীতের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও ভুলে গেছি। আমরা কি সংবিধান ও তার উন্নয়ন দর্শন উপেক্ষা করছিনা? যে কারখানা গুলি বন্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে এর মালিকানা কি রাষ্ট্রের হাতে থাকবে? এটা নিশ্চিত করার দ্বায়িত্ব সরকারের হাতে থেকেই যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও সুদিন ফিরিয়ে আনতে সুনর্দিষ্ট সুপারিশ

ও প্রস্তাব তুলে ধরছি:

- পাটশিল্প রক্ষার বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারিখাতের পাটকলগুলোর খোলনালচে পালটে ফেলতে হবে। দ্রুত অর্ধশতবর্ষ পূরনো যন্ত্রপাতি সরিয়ে আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত মেশিন প্রতিস্থাপন করতে হবে। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে, পাট শিল্প লাভজনক হবে।
- পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাট চাষীদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করতে হবে। ভালো জাতের পাট উৎপাদনে প্রণোদনা কর্মসূচি নিতে হবে। পাট চাষের বিশেষায়িত অঞ্চল (জাত অঞ্চলের) চাষীদের সকল প্রকার সহায়তা ও আনুকূল্য প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিয়ে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে।
- পাটখাতে ভর্তুকি দেয়া হলো প্রার্থমিক বিনিয়োগ। বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও জাতীয় সম্পদ টিকিয়ে রাখতে অবশ্যই সরকারকে পাটখাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগে বহুমুখী প্রভাব তৈরী হবে। এই বিনিয়োগ দ্বারা পাটকলগুলোয় সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন হলে উন্নত কারখানায় পরিণত ও সচল হবে। পাট চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাবে। ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পও রক্ষা পাবে।
- দুর্নীতিমুক্ত পাট প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে। পাটকলগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নিয়োজিত অতিরিক্ত জনবল কমিয়ে দিতে হবে। আমলাতন্ত্র মুক্ত, পাটের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী একদল বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষকে ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ দিতে হবে। ব্যবস্থাপনায় যাদের পাট ও পাটজাত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে সেসকল বিজ্ঞানীদের যুক্ত করতে হবে। বিদ্যমান পাটকলগুলোকে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- পাটকলগুলোর জন্য পাট ক্রয়ে অর্থসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পাট মৌসুম শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান পাটকলগুলোকে দিতে হবে। এ জন্য বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখতে হবে। পাটপণ্যকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণানুযায়ী পাটশিল্পকে কৃষি শিল্পের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।
- উৎপাদিত পাটপণ্য বাজারজাত করার একদল দক্ষ ব্যবস্থাপকেরজনবল দ্বারা গঠিত আলাদা পাট পণ্য বিপনন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বহির্বিশ্বে পাটের বাজার বাংলাদেশের দূতাবাস সমূহে একটি বিশেষ পাটবিষয়ক ডেস্ক স্থাপন করতে হবে।
- সরকারের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি কার্যালয় ও সংস্থায় সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকার নিজে এক কাজ করে বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করবে।

- পাটপণ্য ব্যবহার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে-সচেতনতা বাড়তে হবে, জানাতে হবে। পাটজাত পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন দিতে হবে।
- সরকারের 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী'র আওতায় পাটকলের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যাপকভাবে 'আধুনিক মেশিন' পরিচালনার দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিতে হবে। মেশিন পরিচালনার এই দক্ষতা অর্জনের কারণে কেউ কাজ হারাবে না। পাট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রণোদনা দিতে হবে। একক যৌথ উদ্যোগে মিলগুলো বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণ (সৃষ্টি) করতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি উপরোক্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনাসহ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পাট ও পাটশিল্প তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে পাট এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অভিনন্দনসহ-

(ফজলে হোসেন বাদশা)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনার সূচনাপত্র

গত ৭ জানুয়ারি, ২০২০ইং ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটি মিলনায়তনে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্দ্যোগে 'পাট ও পাটশিল্প: সঙ্কট, সম্ভাবনা ও উত্তরণের পথ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিরুল হক আমিনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড রাশেদ খান মেনন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফজলে হোসেন বাদশা এমপি। আলোচনায় পাটকল শ্রমিকনেতা জনাব শহিদুল্লাহ চৌধুরী, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পাটকলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। গোলটেবিল আলোচনায় সুচনাপত্র উপস্থাপন করেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব কামরুল আহসান।

সূচনাপত্র

পাট ও পাটশিল্প: সঙ্কট, সম্ভাবনা ও উত্তরনের পথ

ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটি মিলনায়তন [জানুয়ারী ২০২০]

পাট চাষ ও পাট শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ, বাংলাদেশের ব্রান্ড। পাট দেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। আঁশ জাতীয় কৃষি ফসলের মধ্যে বিশ্বে তুলার পরই পাটের স্থান। দেশের প্রায় ৪৫ লাখ কৃষক পাট চাষের সাথে যুক্ত। পাটচাষ, পক্রিয়া করণ, পাট ও পাট জাতীয় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী ও বাণিজ্যের সাথে প্রায় ৪ কোটি মানুষের জীবন জীবিকা জড়িত। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে একমাত্র পাট খাতই শতভাগ মূল্য সংযোজনকারী, পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে পাটের অর্থনীতি আমাদের গোটা অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাটের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। মহাভারতে পাটবস্ত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই দৈনিন্দন চাহিদায় এ দেশের মানুষ পাট ও পণ্যের ব্যবহার করে আসছে। গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের আত্মপরিচয়ের আন্দোলনের নিরসনের দাবির সাথে পাট শিল্প অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। পাকিস্তান আমল ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ে পাটের অবস্থান ছিল এক নম্বর, এখন এর অবস্থান তিন নম্বরে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় আর পাকিস্তান পর্বে পাট শিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫২ সালে নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় বাওয়া জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। পাট চাষের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে সহজলভ্য ও উন্নতমানে পাটের যোগান লাভজনক এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল। ১৯৬৬ সালে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছয়দফা ও স্বায়িত্বশাসন আন্দোলনকে পাটকেন্দ্রীক এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য হিসেবে তুলে ধরেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু পাটকল গুলোকে জনগণের মালিকানায় নিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-২৭ এর মাধ্যমে জাতীয়করণ করেন। এ আদেশ বলে ৭৭টি পাটকল পরিচালনার জন্য বিজেএমসি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে এখন ২৬টি মাত্র টিকে আছে।

'৭৫ পরবর্তী সামরিক সরকারগুলোর সীমাহীন অবহেলা আর ঔদাসিন্যে পাট খাত পিছিয়ে পড়ে। বিগত শতাব্দির আশির দশকেই এর দূরাবস্থা তৈরী হয়। পাট উৎপাদনে বিশ্বের এক নম্বর স্থান থেকে দু'নম্বর চলে যায়। ১০০ শতাংশ মূল্য সংযোজনের সম্ভাবনা ছিল পাট খাতে, যা কাজে লাগানো যায়নি। পুরো পাটের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দাতা গোষ্ঠি, বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের কুপরামর্শে এবং আমলা নির্ভর ব্যবস্থাপনায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আশির দশক থেকে আবার পাটশিল্পকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৮২-৮৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী বা Stractural Adjustment Program (SAP) এর আওতায় অনেক মিল বিরাষ্ট্রিয়করণ করে মুনাফা অর্জনের লোভ দেখানো হয়। কাঠামোগত সংস্কারের নামে বিশ্বব্যাংক যে ঋণ দেয় তা যতটা না সংস্কারের কাজে, তার চেয়ে বেশি বেসরকারিকরণ ও গোন্ডেল হ্যান্ডশেকের কাজে ব্যবহার ও লুটপাট করা হয়। অথচ একই সময়ে ভারতের তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বামপন্থি সরকার (২৫০ মিলিয়ন ডলার) ঋণ নিয়ে তাদের পটকল গুলোর সংস্কার তথা আধুনিকীকরণ করে, এমনকি আরো নতুন পাটকল গড়ে তুলে।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি নেতৃাধীন সরকারের আমলে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকার আবারো বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে একই কর্মসূচী গ্রহণ করে। Jute Sector Adjusment Program (JSAP) নামে গৃহীত এই কর্মসূচীতে ৯৩-৯৪ সাল থেকে তিন বছর মেয়াদি Jute Sector Reform Program ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি Jute Sector Adjusment Credit এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি করে। ১২ এপ্রিল ১৯৯৪ এই প্রকল্প আয়োজিত এক কর্মশালায় তৎকালীন পাটমন্ত্রী, বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি ও পাটসচিব 'রাষ্ট্রিয় পাটশিল্পের 'স্থূল দেহ' 'Slim' করার তত্ত্ব দিয়ে ৬৯৭৩৭,৫০,০০০/- ছয়শত সাতান্নবই কোটি সাইত্রিশ লাখ পঞ্চাঁশ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করে। মুলত এই কর্মসূচির মাধ্যমে পাট শিল্পকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার আয়োজন সম্পন্ন হয়। এ সময় বেশ কিছু পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ সময় রাষ্ট্রিয় খাতে অবশিষ্ট ২৯টি মিলের মধ্যে ৯টি মিল বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা করার নীতি গ্রহণ করে বেশ কিছু বন্ধ পাটকল চালু করে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার সরকার পূনরায় ক্ষমতায় বসে পাটখাত তছনছ করে। ঐ বছরেরেই তারা এশিয়ার বৃহত্তম পাট কল বাংলাদেশের গর্ব আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়।

পাটের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়। কারখানা বন্ধ করে শ্রমিক ছাটাই করে। বর্তমান বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলোতে প্রায় ৬৫,০০০ হাজার শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের সরকার গঠিত হয়। সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধ করা পাটকল চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। পাট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ড. কাজী খলিকুজ্জামানের নেতৃত্বে পাট কমিশন গঠন কর হয়। এ সরকার পাটসহ গোটা কৃষিখাতে গবেষণা কর্যক্রম চাঙ্গা করে। এ কাজে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দেয় যা পূর্ববর্তি বিএনপি-জামাত সরকার বাতিল করে দিয়েছিল। সরকার পাটের বাজার সৃষ্টির নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ঐ বছর জাতিসংঘ 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ' ঘোষণা করে। এই ঘোষণা বিশ্বব্যাপি পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন জোরদার হয়। এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে পাটের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী হয়। ২০১০ সালে সরকার পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন প্রণয়ন করে। এ আইনে ধান, চাল, গম,ভূট্টা সার চিনিসহ ১৭টি পণ্যে বাধ্যতামূলক পাটের মোড়ক ব্যবহার কারার নির্দেশ করে। ২০১৬ সালে আরো ১১টি পণ্যকে এই তালিকা ভূক্ত করা হয়। এছাড়া ৯টি পন্যে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

আজ নতুন করে পাটের অর্থনীতি অনেকটা চাঙ্গা হওয়ার দিকে। পাটের উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। পাটের দাম বর্তমানে মনপ্রতি ১২০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে। যা আগে ছিল ৭-৮ শত টাকা। পাটের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারও বেড়েছে। অভ্যন্তরীন বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নিত হয়েছে। শুধু রপ্তানি নয় দেশের অভ্যন্তরে পাট ও পাটজাত পণ্যের যে বিশাল বাজার রয়েছে তা আমাদের ধরতে হবে। বিশ্ববাজারে পাট জাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ৭ হাজার ৭ শত কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজেএমসি এর পরিচালনাধীন কারখানাগুলিতে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে বিপরীতে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে। পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্য বহুমুখী করার পদক্ষেপ নেয়ার কারণে পাটজাত পণ্যের সংখ্যা ২৪০-এ দাড়িয়েছে। পাটের শাড়ী, স্যান্ডেল, পাটের ব্যাগ, মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগ কার্পেট, পর্দার কাপড়, গাড়ীর সানরুফ, ব্লেজার ইত্যাদি পাট থেকে তৈরী হচ্ছে। জুট জিওটেক্স পাটের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানি মুবারক রহমান খান পাট দ্বারা পরিবেশ বান্ধব টিন আবিষ্কার করেছেন, যার নাম দিয়েছেন জুটিন।

পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং উন্নত চাষবাদের জন্য আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। তারা ৩৮ টি উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের 'জিনম' রহস্য আবিষ্কার হয়েছে। এই জিনেম

সিকুয়েন্সের ফলাফল যত দ্রুত সম্ভব মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। পাট থেকে নতুন নতুন আবিষ্কার ও তা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। পাটের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

গত মৌসুমে দেশে মোট ৬২ লাখ ১৩ হাজার বেল পাট কেনা বেচা হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ক্রয় হয়েছে ৫০ লাখ ৯ হাজার বেল পাট। সরকারি ব্যবস্থাপনা তথা (বিজেএমসি) কিনেছে ১২ লাখ ২২ হাজার বেল পাট। এই মৌসুমে ৬ লাখ ৯৯ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষের লক্ষ মাত্রা ছিল। কিন্তু লক্ষমাত্রা থেকে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে বাদ গেছে। গত বছর বিজেএমসি'র মিল গুলোর ক্রয় এজেন্সি ছিল ৯৮টি, এবার তা কমিয়ে ৪৮টি করা হয়েছে। এতে পাট চাষীরা সংকটে পড়বেন। আমরা যদি একটি সামগ্রিক আধুনিক লাভজনক ও কার্যকর পাট শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের আরো ১০ লক্ষ বেল উন্নতমানের পাট উৎপাদন করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পীতভাবে (জাত অঞ্চলে) দুই লক্ষ হেক্টর জমিতে উন্নত মানের সাদা পাট চাষ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল জমির পাট চাষিদের প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান ও লাভ জনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে ঘোষিত পাট নীতিকে সময় উপযোগী করে তৈরী করতে হবে।

প্রকৃত অর্থেই পাট হচ্ছে বাংলাদেশের সোনার খনি। প্রকৃতি এই অঢেল সম্পদ আমাদের দিয়েছে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের জন্য বিপদের কারণও হয়েছে। তেল সমৃদ্ধ হয়েও তেল রাজনীতির কারণে অভিশপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। পাট খনিও আমাদের জন্য একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে বিশ্বের উৎপন্ন পাটের ৮০.১৭% ভাগ বাংলাদেশে উৎপন্ন হতো। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে তা অর্ধেকেরও কমে নেমে এসেছে। 'আপনা মাংসে হরিনা বৈরী' তেমনি জাতীয়করণকৃত পাটকলের জায়গা-জমি অনেক ক্ষেত্রেই লোলুপতায় পড়েছে। এ সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদ গ্রাস করার জন্য লুটপাটকারী শ্রেণী মুখিয়ে আছে। তারা এই সম্পদ লুটে নিতে নানা চক্রন্ত করছে। বিজেএমসি বিদ্যমান কাঠামো পরিবর্তন করে বর্তমান টিকে থাকা ২৬টি পাটকল পরিচালনার প্রয়োজনে আমলা নির্ভর লোকবল সীমিত করে, পাট ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একটি জনবল ব্যবস্থাপনা তৈরী করা। শত বছরের পুরনো 'স্কটল্যান্ড টেকনোলজি' বর্তমানে পাট শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, পাটের মূল্য পরিশোধ এবং শ্রমিকদের মজুরীসহ অন্যান্য ব্যয় বহন করতে পারছে না। তাই পাট ও পাটশিল্পের বিকাশ ও পূনর্জীবনের জন্য পুঁজিঘন আধুনিক সয়ংক্রিয় উন্নত টেকনোলজি গ্রহণ করা অতিব জরুরি। কারখানাগুলো আধুনিক সংস্কারের প্রয়োজনে ডেপুটি ম্যানেজার ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদ সহ অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্ত করে ব্যয় কমাতে হবে। BMRI নয় পাটকলগুলি উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করে এগুলোর আধুনিকায়ন করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া এগুলোকে লাভ করা যাবে না।

সরকারি পাটকল গুলোর প্রতি ইঞ্চি অব্যবহৃত জমির অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কোন জমি জলাশয় অব্যবহৃত রাখা যাবে না।

আরেকটি জরুরী বিষয় পাটকলগুলোর পাট ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান। ঋণ হোক আর বাজেট বরাদ্দ হোক, অর্থ যথাসময়ে অর্থাৎ পাটের মৌসুম শুরুর আগেই পাটকলগুলোকে দিতে হবে। দরকার জুলই-আগস্ট মাসে, দেওয়া হলো ডিসেম্বরে–যখন পাটের দাম দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। ফলে পাটকলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক বেশি দামে পাট ক্রয় করতে বাধ্য হয়। একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি সব লাভটা নিয়ে যায়। যথাসময়ে ন্যায্য মূল্যে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পাট ক্রয়ের মাধ্যমে এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীকে হটাতে হবে।

লেখার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে, পাট হচ্ছে বাংলাদেশের ব্রান্ড। এই ব্রান্ড টিকিয়ে রাখতেও সরকারের সদিচ্ছা ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। চাষ করার মাত্র ১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে পাটের আশ পাওয়া যায়। এত কম সময়ে অন্য কোন প্রাকৃতিক তন্তু পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতি হেক্টর জমিতে পাট গাছ ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ১১ টন অক্সিজেন প্রদান করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এই অবদানের জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। যেখানে প্রতিনিয়ত দেশের বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। সেখানে পাটের চাষাবাদ পরিবেশ রক্ষার বিকল্প পথও।

আমাদের দেশের বাজেট এখন কয়েক লক্ষ হাজার কোটি টাকায় প্রনয়ন করা হয়। উন্নয়নখাতে বিনীয়োগ এখন সরকারে অগ্রাধিকার। বড় বড় মেগা প্রজেক্ট এখন বাস্তবায়নের পথে। পাটখাত উন্নয়নের মেগা প্রজেক্ট গ্রহণ করে পাটের হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা ও টেকসই করতে হবে। এজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও টেকসই করতে পদ্মা সেতু তৈরীর মতো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। কারো প্ররোচনায় বিভ্রান্ত এবং ভয় পেলে চলবে না। ২০১৬ সালের ৬ মার্চ সরকার 'জাতীয় পাট দিবসে' পাট পণ্যকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে।

পাটকল শ্রমিকরা তাদের মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়ন, পাট ও পাটশিল্প রক্ষা, জাতীয় করণ কৃত পাটকল ব্যক্তিখাতে না দেয়া ও বহিঃবিশ্বে পাট পণ্যের বাজার তৈরীর দাবিসহ ১১ দফা দাবিতে আন্দোলন করেন। সর্বশেষ গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে গণঅনশণ করেছেন যা পরবর্তীতে আমরণ অনশনে রুপ নেয়। অনশনে দু'জন পাটকল শ্রমিক আব্দুস ছাত্তার ও সোহরাব তালুকদার আত্মদান করেছেন। সরকার মজুরী কমিশনের রোয়েদাদ বাস্তবায়নে দাবি মেনে নিয়েছে। আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে তা দেয়া হবে। কিন্তু পাট ও পাটশিল্প রক্ষার কোন জোরালো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষাপটে পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও সুদিন ফিরিয়ে আনতে পাট চাষী, স্কপ ও পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের বিভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে নিম্নে কতিপয়

সুপারিশ ও প্রস্তাব তুলে ধরছি:

- পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাট চাষিদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা। ভালো জাতের পাট উৎপাদনে প্রণোদনা দেয়া। পাট চাষের বিশেষায়িত অঞ্চল (জাত অঞ্চলের) চাষিদের সকল প্রকার সহায়তা ও আনুকুল্য প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকী দিয়ে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে।
- পাটখাতে ভর্তুকি দেয়া হলো প্রার্থমিক বিনিয়োগ। বাংলাদেশের ব্রান্ডকে টিকিয়ে রাখতে অবশ্যই সরকারকে পাটখাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগে বহুমুখী প্রভাব তৈরী হবে। এই বিনিয়োগ দ্বারা পাটকলগুলোয় সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন হলে উন্নত কারখানায় পরিনত ও সচল হবে। পাট চাষিরা ন্যায্যমূল্য পাবে। ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পও রক্ষা পাবে।
- বিজেএমসি-কে সংস্কার করতে হবে। আমলাতন্ত্র মুক্ত, পাটের ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী একদল বুদ্ধি বৃত্তিক মানুষকে ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ দিতে হবে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় যাদের পাট ও পাটজাত বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে সেসকল বিজ্ঞানীদের যুক্ত করতে হবে।

  সরকারিখাতে পাটকলের খোলনালচে পালটে ফেলতে হবে। দ্রুত শতবর্ষ পূরনো যন্ত্রপাতি সরিয়ে আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত মেশিন প্রতিস্থাপন করতে হবে। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে।
- পাটকলগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নিয়োজিত অতিরিক্ত জনবল কমিয়ে দিতে হবে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা উপযোগী জনবল তৈরীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিতদের প্রতিযোগীতা মুলক পরিক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে।
- পাটকলগুলোর জন্য পাট ক্রয়ে অর্থসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পাট মৌসুম শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান পাটকলগুলোকে দিতে হবে। এ জন্য বাজেটে থোকে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- পাটপণ্যকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণানুযায়ী পাটশিল্পকে কৃষি শিল্পের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।
- উৎপাদিত পাটপণ্য বাজারজাত করার লক্ষে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে একটি বিশেষ পাটবিষয়ক ডেস্ক স্থাপন করতে হবে।
- সরকারের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি কার্যালয় ও সংস্থায় সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বাধ্যতা মুলক করতে হবে। সরকার নিজে এক কাজ করে বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করবে।

- পাটপণ্য ব্যবহার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে-সচেতনতা বাড়তে হবে, জানতে হবে। পাটজাত পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন দিতে হবে।
- দুর্নীতিমুক্ত পাট প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সরকারকে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে।
- বর্তমানে পাটকলে কর্মরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যাপকভাবে 'আধুনিক মেশিন' পরিচালনার দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিতে হবে। মেশিন পরিচালনার এই দক্ষতা অর্জনের কারণে কেউ কাজ হারাবে না। পাট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রণোদনা দিতে হবে। বিজেএমসি মাধ্যম ছাড়াও একক যৌথ উদ্যোগে মিলগুলো বহিঃবিশ্বে বাজার অন্বেষন (সৃষ্টি) করতে পারে। পাট ব্যাগের ব্যাপক উৎপাদন অভ্যন্তরীন ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি হবে। বিশেষ করে প্রয়োজনে আন্তজার্তিক বাজারে ক্রেতা বা বড় ব্রান্ড যেমন 'ওয়ালমার্ট' কে কাজে লাগাতে পারি। যাতে তারা তাদের সকল বিক্রয় কেন্দ্রে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করে। যা বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বেরও অংশ। আমাদের গার্মেন্ট পণ্যও পাটের মোড়কে রপ্তানি করা উচিৎ।

আমরা বিশ্বাস করি উপরোক্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনাসহ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পাট ও পাটশিল্প তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের ব্রান্ড পাট তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অভিনন্দনসহ-

(কামরুল আহসান)
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৯৫৫৮৫৪৫
ই-মেইল : wpartymail@gmail.com, ওয়েব: www.wpbd71.org

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। শুভেচ্ছা মূল্য: ১৫ টাকা